Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/107	Place of Publication:	Dhaka
		Year:	1877
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Girishchandra; printed by Munshi Maolabox Printer.
Author/ Editor:	Nabinchandra Sen	Size:	12.5x19.5cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Palashir Juddha	Remarks:	Ballad

পলাশির যুদ্ধ।

[কাব্য]

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্রে

শ্রীমুন্সি মওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

ইং ১৮৭৭। ১৫ই জানুয়ারি।

মূল্য ১।০ একটাকা চারিআনা মাত্র।

দয়ার সাগর।

পূজ্যতম পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

দেব!

যে যুবক দুঃখের সময়ে অশ্রুজলে একদিন আপনার চরণ অভিষিক্ত করিয়াছিল, আজি সেই যুবক আবার আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইল; কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদে, ততোধিক আপনার অনুগ্রহে, আজি তাহার বদন প্রসন্ন, হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ! আপনার দয়াসাগরের বিন্দুমাত্র সিঞ্চনে দরিদ্রতাদাবানল হইতে যেই মানস-কানন রক্ষা পাইয়াছিল, আজি সেই কাননপ্রসূত একটি ক্ষুদ্র কুসুম আপনার চরণে উৎসর্গীকৃত হইল;—এই কারণ তাহার এত আনন্দ! বঙ্গকবিরত্নগণ স্বীয় মানস-উদ্যান-জাত যে চিরসুবাসিত কুসুমরাশির দ্বারা আপনার ভারতপূজ্য পবিত্র নাম পূজা করিয়াছেন, আমি তদ্রূপ পবিত্র, পরিমলবিশিষ্ট কুসুম কোথায় পাইব? আমার হৃদয়—কানন; আমার উপহার—বনফুল। কিন্তু মহর্ষিগণ পারিজাত কুসুমে যেই দেবপদ অর্চ্চনা করেন, দরিদ্র ভক্তের ক্ষুদ্র অপরাজিতাও সেই পদে সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে, আমার এই মাত্র সাহস,—এই মাত্র ভরসা।

সন ১২৮২, ১লা মাঘ। } আপনার চিরানুগত।
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

ভ্রমসংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	৪	বাহার	যাহার
১১	২	শার্দ্দুল	শার্দ্দূল
"	৬	হৃদরে	হৃদয়ে
"	১১	নাহি কায	" নাহি কায
২৮	৪	ঝঞ্ঝা	ঝঞ্ঝা
"	"	সিন্ধুচ্ছাস	সিন্ধূচ্ছ্বাস
৪০	৭	লুটিতেছে	লুঠিতেছে
৪৭	৯	সন্ধিসত্র	সন্ধিপত্র
৫০	১৬	তাড়িৎ	তাড়িত
৫৩	৮	পুণমধুরিমা	পুর্ণমধুরিমা
৫৬	১১	তুষাররৃত	তুষারাবৃত
৫৮	"	শতকের	শতেক
৬২	২	আরোহিল ;	আরোহিল,
৬৫	৭	স্বাধীনতাধনে ;	স্বাধীনতা-ধন,
৭১	১	পুন ঝনৎকার	পুনঃ ঝনৎকার
৭২	৬	তবে	তার
৭৪	৭	আত্রবনে	আত্রবণে
৭৬	১৬	অত্যাচার	অত্যাচার,
৭৭	৮	আমার	আমার,

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৯	১৫	দুঃখীনীর	দুঃখীর
৮০	৪	উপবিষ্ট	উপদিষ্ট
৮৫	১	অস্ফুটস্বরে	অস্ফুটস্বরে
৮৯	৪	নিমিলিত	নিমীলিত
৯২	৯	আমারা	আমরা
১২০	১৫	স্বার্বাস	স্বর্গবাস
"	২০	মুহূর্ত্তেক	মুহূর্ত্তেক।
১২২	৩	ভায়নক	ভয়ানক
১২৭	১৪	কম্পনে	কম্পনে
১৪৩	৯	রাজরাণা	রাজরাণী
১৪৫	৩	প্রকৃত-প্রণ-পথে	প্রকৃত-প্রণয়-পথে
১৫২	৮	পাপা	পাপী

পলাশির যুদ্ধ।

প্রথম সর্গ।

মুরসিদাবাদ—জগৎসেঠের মন্ত্রভবন।

১

দ্বিতীয়-প্রহর নিশি, নীরব অবনী,
নিবিড়-জলদাবৃত গগন-মণ্ডল ;
বিদারি আকাশতল,—যেন দুষ্ট ফণী—
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলী চঞ্চল ;
দেখিতে বঙ্গের দশা সুর-বালাগণ,
গগন-গবাক্ষ যেন চকিতে খুলিয়া,
অমনি সিরাজ-ভয়ে করিতে বন্ধন,
চমকিছে রূপজ্যোতিঃ নয়ন ধাঁধিয়া ;
মুহূর্ত্তেক হাসাইয়া গগন-প্রাঙ্গণ,
সভয়ে চপলা মেঘে পশিছে তখন।

২

যবনের অত্যাচার করি দরশন,
বিমল হৃদয় পাছে হয় কলুষিত ;
ভয়েতে নক্ষত্র-মালা লুকায়ে বদন,
নীরবে ভাবিছে মেঘে হয়ে আচ্ছাদিত।
প্রজার রোদন, রাজ-আমোদের ধ্বনি,
করিয়াছে যামিনীর বধির শ্রবণ ;
গগন পরশে পাছে ভাসায়ে ধরণী,
এই ভয়ে ঘনঘটা গর্জ্জে ঘন ঘন।
গম্ভীর ঘর্ঘর শব্দে কাঁপিছে অবনী,
দ্বিগুণ ভীষণতরা হতেছে যামিনী।

৩

নীরদ-নির্ম্মিত-নীল-চন্দ্রাতপ-তলে
দাঁড়াইয়া তরুরাজি,—স্থির অবিচল,
প্রস্তরে নির্ম্মিত যেন! জাহ্নবীর জলে
একটী হিল্লোল নাহি করে টল মল ;
নাবহে সময়-স্রোত, জাহ্নবীর জল ;
প্রকৃতি অচল ভাবে আছে দাঁড়াইয়া ;
অস্পন্দ অন্তরে যেন স্তব্ধ ধরাতল,
শুনিছে কি মেঘমন্দ্রে ঘন গরজিয়া
বিজ্ঞাপিছে বিধাতার ক্রোধ ভয়ঙ্কর,
কাঁপাইয়া অত্যাচারী পাপীর অন্তর।

৪

ভয়ানক অন্ধকারে ব্যাপ্ত দিগন্তর
তিমিরে অনন্যকায় শূন্য ধরাতল,
বিনাশিয়া একেবারে বিশ্বচরাচর ;
অবিষাদে অন্ধকার বিরাজে কেবল ;
কত বিভীষিকা মূর্ত্তি হয় দরশন ;
সমাধি করিয়া যেন বদন ব্যাদন
নির্গত করেছে শব বিকট-দশন,
বারেক খুলিলে নেত্র ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
ধরা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড শ্মশান,
নাচিছে ডাকিনী করে উলঙ্গ কৃপাণ।

৫

ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল-নিশীথিনী,
নীরবে নবাব-ভয়ে করিছে রোদন ;
নীরবে কাঁদিছে আহা! বঙ্গ বিষাদিনী,
নীহার নয়নজলে তিতিছে বসন।
নীরব ঝিল্লির রব ; স্তব্ধ সমীরণ ;
মাতৃবুকে শিশুগণ, দম্পতী শয্যায়,
পতি প্রাণভয়ে, সতী সতীত্বকারণ,
ভাবিছে অনন্যমনে কি হবে উপায় ;
বিরামদায়িনী নিদ্রা ছাড়ি বঙ্গালয়
কোথায় গিয়াছে, ডরি নবাব নিদয়।

৬

যেই মুরসিদাবাদ সমস্ত শর্ব্বরী,
শোভিত আলোকে, যথা শারদ গগন।
খচিত নক্ষত্র-হারে, রজনী সুন্দরী
হাসিত কুসুমদামে রঞ্জিয়া নয়ন ;
উথলিত অনিবার আমোদ-লহরী,
ভাসিত নগরবাসী, অমর-সমান,
শান্তির সাগরে সুখে ; সে মহানগরী,
ভাবনা-সাগরে কেন আজি ভাসমান ?
যাহার সঙ্গীত-স্বরে জাহ্নবী-জীবন
নাচিত উল্লাসে, আজি সে কেন এমন ?

৭

পাঠক !
চঞ্চল চপলালোকে চল একবার,
যাই সুরপুরী-সম সেঠের ভবনে,
ভারতে বিখ্যাত যেন কুবের-ভাণ্ডার ;
অচলা কমলা যথা হীরক-আসনে ;
যথায় সঙ্গীত-স্রোত বহে অনিবার
কামিনী-কোমলকণ্ঠে, জিনিয়া সুস্বরে
কোকিল-কাকলী, কিম্বা সুতার সেতার,
বরষি অমৃতধারা শ্রবণ-বিবরে।
অন্ধকারে সাবধানে শঙ্কিত অন্তরে,
চল যাই কি আমোদ দেখি সেই ঘরে।

৮

একি ! !
নীরব সেতার, বীণা, মধুর বাঁশরী,
পাখোয়াজ, মেঘনাদে গর্জ্জে না গভীর ;
নৈশ-নীরদের মালা আবাহন করি,
কেহ নাহি গায় মেঘমল্লার গম্ভীর ;
নিষ্কোষিত-অসি করে দ্বৌবারিকদল;
অন্ধকারে দ্বারে দ্বারে করিছে ভ্রমণ ;
একটী কপাট কোথা নাহি অনর্গল ;
একটী প্রদীপ কোথা জ্বলে না এখন ;
তিমিরে অদৃশ্য গৃহ, প্রাচীর, প্রাঙ্গণ ;
বোধ হয় ঠিক্ যেন বিরল বিজন।

৯

কেবল কতটি রশ্মি গবাক্ষ বিদারি,
একটী মন্দির হ'তে হইয়া নির্গত,
তমোরাশি মাঝে ক্ষীণ আলোক বিস্তারি
শোভিছে, আকাশ-চ্যুত নক্ষত্রের মত ;
যেই ক্ষুদ্র পথে রশ্মি হয়েছে নিঃসৃত, -
কল্পনে ! সে পথে পশি নিভৃত আলয়ে,
কহ, সর্ব্বপুরী যবে তিমিরে আবৃত,
এই কক্ষে আলো কেন জ্বলে এ সময়ে ?
গভীর নিশীথে কিগো বসি কোন জন,
অভীষ্টিত মহামন্ত্র করিছে সাধন ?

১০

কি আশ্চর্য্য !
বঙ্গের অদৃষ্ট ন্যস্ত যাহাদের করে,
উজ্জ্বল বঙ্গের মুখ যাদের গৌরবে,
তাঁরা কেন আজি এত বিষণ্ণ অন্তরে,
নিশীথে নিভৃত স্থানে বসিয়া নীরবে !
সহস্রে বেষ্টিত হয়ে স্বর্ণ সিংহাসনে
বসেন সতত যাঁরা, তাঁরা কেন, হায়,
নির্জ্জনে মলিন মুখে বিষাদিত মনে
বসিয়া গম্ভীর ভাবে মজিয়া চিন্তায় ?
প্রাচীরে চিত্রিত পটে মুমুণ্ডমালিনী,
লোল-জিহ্বা অট্টহাসি ভৈরব-ভামিনী।

১১

রাখিয়া দক্ষিণ করে দক্ষিণ কপোল,
বসি অবনত মুখে বীর পঞ্চজন ;
বহে কি না বহে শ্বাস, চিন্তায় বিহ্বল,
কুটিল ভাবনাবেশে কুঞ্চিত নয়ন।
অনিমেষ-নেত্রে, কষ্টে, যেন এক মনে
পড়িছে বঙ্গের ভাগ্য অঙ্কিত পাষাণে
বিধির অস্পষ্টাক্ষরে ; কিম্বা চিতসনে
প্রাণ যেন আরোহিয়া কল্পনা-বিমানে,
সময়ের যবনিকা করি উদ্ঘাটন,
বঙ্গ ভবিষ্যৎ-সিন্ধু করে সন্তরণ।

১২

একটী রমণীমূর্ত্তি বসিয়া নীরবে,
গৌরাঙ্গিণী, লম্ব-গ্রীবা, আকর্ণ-নয়ন,
(সুখ-তারা শোভে যেন আকাশের পটে !)
শোভিছে উজ্জ্বলি জ্ঞান-গর্ব্বিত বদন।
আবার পলকে সেই নয়নযুগল,
স্নেহের সলিলে হয় কোমলতা-ময় ;
এই বর্ষিতেছে ক্রোধ-গরিমা-গরল,
অমনি দয়াতে পুনঃ দ্রবীভূত হয়।
বিশ্বব্যাপী সেই দয়া, জাহ্নবী যেমন
সমস্ত বঙ্গেতে করে সুধা বরিষণ।

১৩

সুস্নিগ্ধনয়নে ঐ গম্ভীর বদনে,
করতলে বামগণ্ড করিয়া স্থাপন,
ভাবিছে, জানকী যেন অশোক কাননে,
আপন উদ্ধার-চিন্তা, বিষাদিত মন।
আবার এদিগে দেখ, স্বতন্ত্র আসনে
নীরবে বসিয়া এক তেজস্বী যবন,
দুরূহ ভাবনা যেন ভাবিতেছে মনে,
শ্বেত শ্মশ্রু-রাশি তার চুম্বিছে চরণ।
ক্ষণে চাহে, শূন্য পানে, ক্ষণে ধরাতল
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে শ্মশ্রু করে দলমল।

১৪

দেশদেশান্তর হ'তে ইহারা সকল,
সমবেত কেন এই নিভৃত মন্দিরে ?
বঙ্গের যে কোটী তারা নির্ম্মল, উজ্জ্বল,
কি ভাবনা মেঘে সব ঢেকেছে অচিরে ?
সৈরিন্ধ্রীস্বরূপা বঙ্গে, পাপ-কামনায়
করেছে কি অপমান কীচক-যবন,
কেমনে উচিত দণ্ড দিবেন তাহায়,
তাই কি মন্ত্রণা করে ভ্রাতা পঞ্চজন ;
অথবা রাজ্যের তরে বিষাদিত মনে,
ভাবিছে কি কৃষ্ণা সহ বসি তপোবনে ?

১৫

কোন্ ব্রতে ব্রতী আজি কে বলিবে হায় ?
কি বর মাগিছে সবে শ্যামার চরণে,
সামান্য লোকের মন বলা নাহি যায়,
রাজাদের কি কামনা বলিব কেমনে ?
ওই দেখ—
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, তুলিয়া বদন,
কষ্টের স্বপন যেন, হলো অপসৃত,
সঙ্গীদের মুখপানে করি নিরীক্ষণ,
কহিতে লাগিল মন্ত্রী নিজ মনোনীত।
পর্ব্বত নির্ঝর হ'তে অবরুদ্ধ নীর,
বহিতে লাগিল যেন, গরজি গম্ভীর।

১৬

" মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র !
অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির,
আমা হ'তে এই কর্ম্ম হবে না সাধন ;
আজন্ম যাঁহার অন্নে বর্দ্ধিত শরীর,
কৃতঘ্নতা অসি, ধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন,
কেমনে ধরিব আহা ! বিপক্ষে তাঁহার ?
যেই তরু-ছায়াতলে যুড়াই জীবন,
কেমনে সে তরুমূল কাটিব আবার ?
অথবা নিষ্ঠুর মনে ভুজঙ্গ যেমন,
কোন্ প্রাণে, যে গাভীর করি স্তন্যপান,
দুগ্ধ বিনিময়ে তারে করি বিষ দান ?"

১৭

" কৃতঘ্নতা মহাপাপ ; বলনা আমায়,
যেই করে করে মুখে আহার প্রদান,
কোন্ জনে সেই করে কাটিবারে চায় ?
কৃতঘ্নহৃদয় আহা নরক সমান !
সামান্য যে উপকারী, তার অপকার
করিলে, পাপেতে আত্মা হয় কলুষিত ;
একে রাজদ্রোহী, তাহে, মন্ত্রী হয়ে তার,
কেমনে কুমন্ত্রে তার করি বিপরীত ?
একে রাজ-বিদ্রোহিতা ! তাহে, অনিশ্চিত
এই পাপ পরিণাম—হিতে বিপরীত ?"

১৮

" সিংহাসন-চ্যুত করি অভাগা নবাবে,
কোন্ অভিসন্ধি বল হইবে সাধন ?
লইবে যে রাজদণ্ড আপন প্রভাবে,
যম দণ্ড করিলে কে করিবে বারণ ?
নাদের সাহার মত যদি কোন জন,
দিল্লী বিনাশিয়া আসে বঙ্গে বীরভরে,
কেমনে রাখিবে ধন, বাঁচাবে জীবন,
কে বল বাঁধিয়া বুক দাঁড়াবে সমরে ?
হরিয়া সর্ব্বস্ব যদি প্রদানে কেবল,
বিনিময়ে ভিক্ষা পাত্র, দাসত্ব-শৃঙ্খল ? "

১৯

" সহজে দুর্ব্বল মোরা চির-পরাধীন ;
পঞ্চশত বৎসরের দাসত্ব-জীবন,
করিয়াছে বঙ্গদেশ শৌর্য্য-বীর্য্য-হীন,
রক্ষিতে আপন দেশ অশক্ত এখন ;
শাসিতে বাঙ্গালা-রাজ্য আপনার বলে,
পার যদি, নবাবেরে করিতে দমন,
সাজহ সমরসাজে ; কি কায কৌশলে ?
নতুবা অধীন থাক এখন যেমন !
রাজপদে, মন্ত্রিপদে, আছি বিরাজিত,
অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও সমুচিত। "

২০

" সিরাজ দুর্দ্দান্ত অতি, নিষ্ঠুর পামর,
মানি আমি, কিন্তু বল বনের শার্দ্দুল
পোষে নাকি, পোষে নাকি কালবিষধর
বুদ্ধির কৌশলে, তবে কেন হেন ভুল ?
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, পাপ-পুণ্য-ভয়,
সবে মিলি কর যদি হৃদয়ে সঞ্চার,
এই যে অনমনীয় দুষ্প্রবৃত্তিচয়,
হইবে কোমল যেন কুসুমের হার ;
শীতল সৌরভরূপে শান্তির বিধান,
হইবে সমস্ত বঙ্গে স্বর্গের সমান।

২১

নাহি কায অতএব পাপ-মন্ত্রণায়,
কি কায পাপেতে আত্মা করি কলুষিত ?
মজিয়া মোহের ছলে, মাতি দুরাশায়,
কি জানি ঘটাব পাছে হিতে বিপরীত !"
এইরূপে ভবিষ্যত কহি মন্ত্রীবর
নীরবিল; মুহূর্ত্তেক নীরব সকল ;
নিরাশ ভাবিয়া মনে যবন পামর,
প্রত্যেকের মুখপানে দেখিছে কেবল।
অমনি জগৎসেঠ্ তুলিয়া বদন,
বলিতে লাগিল দর্পে সজীব বচন।

২২

" মন্ত্রীবর !
সাধে কি বাঙ্গালি মোরা চির-পরাধীন ?
সাধে কি বিদেশী আসি দলি পদভরে,
কেড়ে লয় সিংহাসন ? করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে ?
স্বর্গ মর্ত্য করে যদি স্থান-বিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালি নাহি হবে এক-মত ;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহস দুর্জ্জয় !
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ ;
যে দিন মামুদ সোরি আসে সিন্ধুপার,
সেই দিন হ'তে দেখ দৃষ্টান্ত অপার।"

২৩

" কি আশ্চর্য্য ! মন্ত্রীর যে এই অভিপ্রায়
হবে আজি, এই ভার হবে অকস্মাৎ !
একটী কণ্টক কভু ফুটেনি যে পায়,
সে কেন না হাসিবেক দেখি শেলাঘাত ?
বিদরে হৃদয় যার সে করে রোদন ;
যেখানে অস্ত্রের লেখা ব্যর্থ ও তথায় ;
ফলতঃ মন্ত্রীর এই বঙ্গ-সিংহাসন,
এই সব মন্ত্রণায় তাঁহার কি দায় ?
যাহার হৃদয়ে শেল, সে জানে কেমন,
পরের কেবল মাত্র লৌকিক রোদন।"

২৪

" কি বলিব মন্ত্রিবর ? বিদরে হৃদয়
বলিতে সে সব কথা ; তপ্তলোষ্ট্র-সম,
ধমনীতে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয় ;
প্রতি কেশরন্ধ্রে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ-নির্গম—
হয় বিদ্যুতের বেগে ; কি বলিব আর,
বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে,
নিরমল কুল মম—প্রতিভা যাহার
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-সম, ভূভারত যুড়ে
প্রজ্বলিত,—সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা-সঞ্চার।"

২৫

" সেঠের বংশের হায় ! ঐশ্বর্য্যের কথা
সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র প্রবাদের মত ;
জগৎসেঠের নাম বঙ্গে যথা তথা
লক্ষমুদ্রা-সমকক্ষ ; জাহ্নবীর মত
শত মুখে বাণিজ্যের স্রোতে অনিবার
ঢালিছে সম্পদ-রাশি সমুদ্র-ভাণ্ডারে ;
আপনি নবাব যিনি, (অন্য কোন্ ছার !)
ঋণপাশে বাঁধা সদা যাহার দুয়ারে ;
কিন্তু অপমানে হায় ফেটে যায় বুক,
সে জগৎসেঠ আজি অবনত-মুখ।"

২৬

" কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম,—সমস্ত পৃথিবী
সিরাজদ্দৌলার যদি হয় অনুকূল,
অথবা মানুষ ছার, তুচ্ছ ক্ষীণজীবী,
করেন অভয়দান যদি দেবকুল,
তথাপি—তথাপি এই কলঙ্কের কালি
সিরাজদ্দৌল্লার রক্তে ধুইব নিশ্চয় ;
যা থাকে কপালে, আর যা করেন কালী
কঠিন পাষাণে দেখ বেঁধেছি হৃদয় ;
সম্ভব, হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রিমা,
অসম্ভব, হ'বে লুপ্ত সেঠের গরিমা। "

২৭

" যেই প্রতিহিংসা-অগ্নি—ভীম দাবানল,
জ্বলিছে হৃদয়ে মম ; প্রতিজ্ঞা আমার,
সিরাজদ্দৌলার তপ্ত শোণিত তরল,
নিভাইবে সে অনল ; কি বলিব আর ?
সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভো-নক্ষত্রমণ্ডল,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল ;
যদি পাপিষ্ঠের থাকে সহস্র পরাণ,
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্রাণ। "

২৮

" বঙ্গমাতা-উদ্ধারের পথ সুবিস্তার,
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন ;
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ ;
আমি এ কলঙ্ক-ডালি লইয়া মাথায়,
দেখাব না মুখ পুনঃ স্বজাতি-সমাজে ;
সঁপেছি জীবন মম এই প্রতিজ্ঞায়,
কথায় যা বলিলাম দেখাইব কাযে ;
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনে মম কিছু নাই আর। "

২৯

নীরবিল সেঠ-শ্রেষ্ঠ,—অরুণ-লোচনে,
হতেছিল যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত ;
অধর রক্তাক্তপ্রায় দশন-দংশনে ;
মুষ্টি-বদ্ধ করদ্বয়। " স্বপনের মত "
বলিলেন রাজা রাজবল্লভ তখন,
" বোধ হয় পাপিষ্ঠের অত্যাচার যত ;
নর-প্রকৃতিতে নাহি সম্ভবে কখন,
মনুষ্য-হৃদয় নহে পাপাশক্ত এত ;
এই অল্প দিনে, দেহ হয় রোমাঞ্চিত,
কি পাপে না বঙ্গভূমি হ'লো কলুষিত। "

৩০

" ক্রমে পাপলিপ্সা-স্রোত হতেছে বিস্তার,
এই দুর্নিবার নদী, কে বলিতে পারে,
কোথা হবে পরিণত ? কিছু দিন আর,
সতীত্ব-রতন এই বঙ্গের ভাণ্ডারে,
থাকিবে না, থাকিবে না কুল শীল মান—
বঙ্গবাসিদের হায় ! এখনো সবার
অনিশ্চিত ভয়ে, ত্রাসে, কণ্ঠাগত প্রাণ ;
সীমা হ'তে সীমান্তরে, এই বাঙ্গালার
উঠিতেছে হাহাকার ; ভাবে প্রজাগণ
কেমনে রাখিবে ধন, রাখিবে জীবন। "

৩১

" যে যন্ত্রণা দুরাচার দিতেছে আমায়,
জানেন সকলে, আমি কি বলিব আর ?
যে অবধি সিংহাসনে বসিয়াছে, হায় !
সে অবধি বিষদৃষ্টি উপরে আমার ;
প্রিয়পুত্র কৃষ্ণদাস সহ পরিবার—
হইয়াছে দেশান্তর ; ইংরেজ বণিক
আশ্রয় না দিত যদি, কি দশা আমার
হ'তো এত দিনে ; মম প্রাণের অধিক
পত্নীপুত্র বিরহেতে হয়েছি এখন,
নিদাঘে পল্লব-শূন্য তরুর মতন। "

৩২

" কলিকাতা-জয়কালে,—কাঁপে কলেবর
অন্ধকূপ-অত্যাচার করিলে স্মরণ,
কেশরাশি কণ্টকিত হয় শিরোপরে,
শঙ্কিত-শজারু-পৃষ্ঠ-কণ্টক যেমন ;—
কলিকাতা-জয়-কালে, যদিও পামর
পেয়ে গ্রাসে ছাড়িয়াছে পুত্র কৃষ্ণদাস ;
যে দিন হইবে পাপী নির্ভয় অন্তর,
সে দিন আমার হবে সবংশে বিনাশ ;
বিপদে বেষ্টিত ব'লে মনে বড় ভয়,
আপাততঃ তাই প্রাণ রেখেছে নির্দ্দয়। "

৩৩

" এই ত কলির সন্ধ্যা ; প্রগাঢ় তিমিরে
এখনো বঙ্গের মুখ হয় নি আবৃত ;
এখনো রয়েছে আলো আশার মন্দিরে,
নয়ন না পলকিতে হবে অন্তর্হিত।
এই রজনীতে যথা ঘন জলধরে,
অবিচ্ছিন্ন ব্যাপিয়াছে গগন-মণ্ডল ;
এইরূপে চিন্তা মেঘে, ভীম বেশ ধরে,
ঢাকিবে সমস্ত রাজ্য ; দৌরাত্ম্য কেবল
গভীর জলদ-নাদে করিবে গর্জ্জন,
কার সাধ্য সেই ঝড় করিবে বারণ ? "

৩৪

"এই কালে এত বিষ ; পূর্ণকলেবর
হবে যবে এ ভুজঙ্গ, না জানি তখন
হবে কিবা ভয়ঙ্কর তীব্র বিষধর ;
নাশিবে নিশ্বাসে কত মানব-জীবন ;
সকালে সকালে যদি না হয় বিনাশ,
কিম্বা বিষদন্ত নাহি হয় উৎপাটন,
কিছু পরে কার সাধ্য সহিবে নিশ্বাস ?
বঙ্গসিংহাসন হ'তে ঘুচাবে বেষ্টন।
নিমীলিত নেত্রে থাকা আর শ্রেয় নয়,
সিংহাসন-চ্যুত হবে কিসে দুরাশয়

৩৫

"চিন্ত সদুপায়, মম এই অভিপ্রায়—
সহৃদয় ইংরেজের লইয়া আশ্রয়,
রাজ্যভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায় ;
—কত দিনে বিধি বঙ্গে হইবে সদয় !—
সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে
সমর্পিলে রাজ্যভার, তা হ'লে নিশ্চয়
নিদ্রা যাবে বঙ্গবাসী নির্ভয় অন্তরে ;
হইবে সমস্ত রাজ্য শান্তি-সুধাময়।"
নীরবিলা নৃপমণি, উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করি মিরজাফরের হিয়া।

৩৬

আরম্ভিলা কৃষ্ণচন্দ্র "ধরণী-ঈশ্বর।"
সম্বোধিয়া ধীরে রাজনগর-ঈশ্বরে
সসম্ভ্রমে "যা কহিলা সত্য নৃপবর,
কার সাধ্য অণুমাত্র অস্বীকার করে ?
যে করে সে মূঢ় ; ভেবে দেখ মনে
শার্দ্দূল-কবল-গত, কিম্বা নাগপাশে
বদ্ধ যেই জন হায় ! ভীষণ বেষ্টনে,
নিরাপদ, বসি যেন আপনার বাসে,
ভাবে সে যদ্যপি মনে, তবে এ সংসারে
ততোধিক মূর্খ আর বলিব কাহারে ?"

৩৭

"একেত অদূরদর্শী, নৃশংস যুবক
আজন্ম বর্দ্ধিত পাপে, হিংসা অহঙ্কার
অলঙ্কার তার ; তাহে পথপ্রদর্শক—
হয়েছে ইতর-মনা যত কুলাঙ্গার,
নীচাশয় ; ইহাদের পরামর্শে হায় !
ফলিছে বঙ্গের ভাগ্যে যে বিষম ফল,
বলিতে বিদরে বুক ; যথায় তথায়
হাহাকার ধ্বনি রাজ্যে উঠিছে কেবল ;
নাচে অত্যাচার, করে উলঙ্গ কৃপাণ,
সুন্দর বাঙ্গালা-রাজ্য হয়েছে শ্মশান।"

৩৮

" সেই দিন মহারাষ্ট্র-বিপ্লবে বিশেষ,
এদেশ উপর্য্যুপরি হয়েছে প্লাবিত ;
যথা এই দস্যুদল করেছে প্রবেশ
ভীম রোষে, দাবানল রূপে আচম্বিত ;
অগ্নিতে, অসিতে, অপহরণে, সে দেশ
হইয়াছে মরুভূমি ; সত্রাসে কৃষক
বিষাদে বিজন বনে, করেছে প্রবেশ
নাডরি শার্দ্দূলে, সিংহে ; কুরঙ্গ-শাবক
অদূরে শুনিয়া ব্যাধ-বন-নিপীড়ন,
সভয়ে যেমতি পশে নিবিড় কানন। "

৩৯

" ইহাদের দুরবস্থা করিতে মোচন
কি যত্ন না করিয়াছে স্বর্গীয় নবাব
বীরশ্রেষ্ঠ আলিবর্দ্দি ? সমরে শমন,
শিবিরে অপক্ষপাতী, অমায়িক ভাব,
জীবনের অবসানে, তথাপি উজ্জ্বল
ছিল ভস্ম-আচ্ছাদিত বহ্নির মতন ;
প্রভায় সমস্ত বঙ্গ ছিল সমুজ্জ্বল,
ছিল যেই সিংহাসনে,—ইন্দ্রের মতন
পরাক্রমে পরন্তপ,—এতাদৃশ শূর,
এখন বসেছে এক কামুক কুক্কুর। "

৪০

" বিরাজিত বঙ্গেশ্বর, বিচিত্র সভায় ;—
কামিনী-কোমল-কোল রত্ন-সিংহাসন,
রাজদণ্ড সুরাপাত্র, যাহার প্রভায়
নবাব-নয়নে নিত্য ঘোরে ত্রিভুবন ;
সুগোল মৃণালভুজ উত্তরীয় স্থলে
শোভিতেছে অংসোপরে ; শুনিছে শ্রবণ
বামাকণ্ঠ-প্রেমালাপ মন্ত্রণার ছলে,
রমণীর সুশীতল রূপের কিরণ
আলোকিছে সভাস্থল ; নৃপতি-সদন
সঙ্গীতে গাইছে অর্থী মনের বেদন। "

৪১

" কিন্তু কি করিবে সখে ! বিধাতা বিমুখ
অভাগিনী বঙ্গ প্রতি ; বলিতে না পারি
লিখেছেন বিধি হায় ! কত যে কি দুঃখ
কপালে তাহার—চির-অভাগিনী নারী !
সেনকুল-কুলাঙ্গার, গৌড়-অধিপতি,
সপ্তদশ অশ্বারোহী তুর্কিদের ডরে,
কি কুলগ্নে কাপুরুষ বৃদ্ধ নরপতি
তেয়াগিল সিংহাসন সত্রাস অন্তরে ;
সেই দিন হতে যেই দাসত্ব-শৃঙ্খল,
পড়েছে বঙ্গের গলে, আর্য্য-সুত-বল

৪২

আর কি পারিবে তারে করিতে খণ্ডন ?
জানেন ভবিতব্যতা ! কিম্বা এ শৃঙ্খল
জেতৃভেদে কতবার হইবে নূতন,
কে বলিবে ? কে বলিতে পারে রণস্থল
পানিপথে কতবার হবে পরীক্ষিত
ভারত-অদৃষ্ট হায় ! গিয়াছে পাঠান ;
গতপ্রায় মোগলেরা ; কিন্তু শৃঙ্খলিত
আছে এক ভাবে যত ভারত-সন্তান
সার্দ্ধ-পঞ্চ-শত-বর্ষ ; না জানি কখন
ভারত-দাসত্ব বিধি করিবে মোচন। ”

৪৩

“ কিন্তু কি করিবে হায় ! জিজ্ঞাসি আবার
কি করিবে ? সেই দিন করিয়া মন্ত্রণা,
বরিলাম পূর্ণিয়ার পাপী দুরাচার,
বুঝিতে না পারি পাপ আশার ছলনা ;
কিন্তু পরিণামে হায় লভিনু কি ফল ?
সুরামত্ত, কামাসক্ত, পড়িল সংগ্রামে,
যেমতি পড়িল ক্রৌঞ্চমিথুন দুর্ব্বল,
ব্যাধকবি বাল্মীকির ব্যাধ-বিদ্ধবাণে।
নবাবের ঘোর কোপে পড়িয়া সকলে
নাজানি পাইনু রক্ষা কোন্ পুণ্য-ফলে। ”

৪৪

“ কিন্তু তাহা ভাবি মনে এ শর-শয্যায়
কেমনে থাকিব বল ? দিবস যামিনী
থাকি সশঙ্কিত, ধন-প্রাণ-আশঙ্কায় ;
দুঃখে দিবা, অনিদ্রায় কাটি নিশীথিনী।
ভূত-ভয়ে ভীত জন ঘোর অন্ধকারে,
স্বীয়-পদ-শব্দে যথা হয় সত্রাসিত,
আমরা তেমন মৃদু পবনসঞ্চারে,
ভাবি শমনের ডাক হই রোমাঞ্চিত ;
অগ্নিতে নির্ভয় কভু সম্ভবে কি তার,
জতুগৃহে জ্ঞাতসারে বসতি যাহার ? ”

৪৫

“ অতএব ইংরেজেরে করিয়া সহায়,
রাজ্য-চ্যুত করি এই দুরন্ত পামরে—
যবন-কুলের গ্লানি ! মম অভিপ্রায়,
বসাইতে সৈন্যাধ্যক্ষে সিংহাসনোপরে।
অন্ধকূপ-অত্যাচার প্রতিবিধানিতে
এসেছে ব্রিটিস্-সিংহ—বীর-অবতার ;
উদ্ধারিয়া কলিকাতা পশিল হুগ্লীতে
দ্রুত-ইরম্মদ-বেগে, সৈন্য-পারাবার
নবাবের, বিনাশিয়া, ভাতিল অম্বরে
শিশির ভেদিয়া সূর্য্য হুগ্লীর সমরে। ”

৪৬

" অসম সাহসে পশি, অভয় হৃদয়ে
বিলোড়িয়া নবাবের সৈন্যের সাগর,
তুলে ছিল যেই ঝড়, দাঁতে তৃণ লয়ে
সভয়ে সিরাজদ্দৌলা ত্যজিল সমর।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ ফরাসি ইংরাজ
মিলিল আহবে ঘোর ; গঙ্গা তীরে, নীরে
জ্বলিল সমরানল ধরি ভীম সাজ ;
ভয়ে ভীতা ভাগিরথী বহিলেক ধীরে ;
নবম দিবস পরে নভঃ আলো ক'রে,
উঠিল ব্রিটিস-ধ্বজা চন্দন-নগরে।"

৪৭

" ফ্রেঞ্চজাতি-সম-যোদ্ধা নাহি ভূ-ভারতে,
বঙ্গদেশে একবাক্যে বলিত সকলে ;
সেই ফ্রেঞ্চ্ যশো রবি সেই দিন হতে,
ক্লাইবের কটাক্ষেতে গেছে অস্তাচলে।
বিশেষ তাহার সনে বঙ্গ-সেনাপতি,
স্বীয় সৈন্য যদি যুদ্ধে করেন মিলন,
প্রভঞ্জন সহ সিন্ধু দুর্নিবার-গতি,
পাবক সহায় হবে প্রবল পবন ;
মুহূর্ত্তে ক্লাইব যুদ্ধে হলে সম্মুখীন।
উড়াইবে তৃণবৎ যুবা অর্ব্বাচীন।"

৪৮

এযুক্তিতে সমবেত সভ্য যত জন
কিছু তর্ক পরে সবে হলেন সম্মত,
বলিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ফিরায়ে নয়ন,
" জানিতে বাসনা করি রাণীর কি মত।"
যবনিকা-অন্তরালে চিত্রার্পিতা প্রায়,
বসিয়া রমণীমূর্ত্তি ; অস্পন্দ-শরীর ;
নাহি বহিতেছে যেন ধমনীশাখায়
রক্তস্রোত ; শূন্য দৃষ্টি, দুনয়ন স্থির ;
এইরূপে বঙ্গমাতা বসি শূন্যমনে,
" রাণীর কি মত ?" প্রশ্ন শুনিলা স্বপনে।

৪৯

" রাণীর কি মত ?" শুনি স্বপ্নোত্থিতা প্রায়,
বলিতে লাগিলা রাণী ভবানী তখন ;—
"আমার কি মত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়!
শুনিতে বাসনা যদি, বলিব এখন,
যেই কাল রঙে সবে চিত্রিলে নবাবে,
জানি আমি এই চিত্র অতি ভয়ঙ্কর,
যতই বিকৃত কেন নিকৃষ্ট স্বভাবে
কর চিত্র, ততোধিক পাপাত্মা পামর ;
রে বিধাতঃ! কোন্ জন্মে করেছি কি পাপ ?
কোন্ দোষে সহে বঙ্গ এত মনস্তাপ ?"

৫০

" সহজে অবলা আমি দুর্ব্বল-হৃদয়,
নৃপবর ! কি বলিব ? কিন্তু,—এচক্রান্ত
কৃষ্ণনগরাদিপের উপযুক্ত নয় ;
কেন মহারাজ ! এত হইলেন ভ্রান্ত ?
কাপুরুষ-যোগ্য এই হীন মন্ত্রণায়
কেমনে দিলেন সায়, এক বাক্যে সব
বুঝিতে না পারি আমি ; না বুঝিনু হায় !
ভবাদৃশ বীরগণ,—বীরবংশোদ্ভব—
কেমনে এ হীন মন্ত্রে হলে উত্তেজিত,
আমি যে অবলা নারী আমার ঘৃণিত। "

৫১

" লক্ষ্মণসেনের সেই কাপুরুষতায়
সহি এত ক্লেশ; তবে জানিলে কেমনে
তোমাদের ঘৃণাস্পদ এই মন্ত্রণায়
ফলিবে কি ফল পরে ? ভেবে দেখ মনে
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি এতোধিক হন অত্যাচারী—
ইংরাজ সহায় তাঁর—কি করিবে তবে ?
এ পাণ্ডিত্য আমি নারী বুঝিতে না পারি।
বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন,
দাসত্বের পরিবর্ত্তে দাসত্বস্থাপন। "

৫২

" মহারাজ ! একবার মানস-নয়নে
ভারতের চারিদিগে কর দরশন ;
মোগল-গৌরব-রবি আরঙ্গজিব সনে,
অস্তমিত ; নহে দূর দিল্লীর পতন ;
শুনিয়াছি দাক্ষিণাত্যে ফরাসি-বিক্রম
হতবল, মহাবল ক্লাইবের করে ;
বঙ্গদেশে এই দশা—ব্রিটিস-কেতন
উড়িছে গৌরবে ফ্রেঞ্চ দুর্গের উপরে ;
ক্ষুব্ধসিংহ প্রতিদ্বন্দ্বী ঘূথপতি-বরে
আক্রমিবে কোন মতে, বসিয়া বিবরে "

৫৩

" চিন্তে মনে মনে যথা ; ক্লাইব তেমতি
আক্রমিতে বঙ্গেশ্বরে ভাবিছে সুযোগ,
তাহাতে তোমরা যদি সহ সেনাপতি,
বর তাঁরে, তবে তাঁর প্রতাপ অমোঘ
হইবে অপ্রতিহত ; যে ভীম অনল
জ্বলিবে সমস্ত বঙ্গে, পতঙ্গের মত
পোড়াবে নবাবে—মিরজাফরের বল
কি সাধ্য নিবাবে তারে ? হবে পরিণত
দাবানলে ; না পারিবে এই ভীমানল,
সমস্ত জাহ্নবীজল করিতে শীতল। "

৫৪

" বঙ্গদেশ তুচ্ছকথা—সমস্ত ভারতে
ব্রিটিসের তেজোরাশি বল অতঃপর
কে পারিবে নিবারিতে ? কে পারে জগতে
নিবারিতে সিন্ধুচ্ছাস, ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর ?
আছে মহারাষ্ট্রীয়েরা, বিক্রমে যাহার
মোগল-সাম্রাজ্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত কম্পিত,
দস্যুব্যবসায়ী তারা ; হবে ছারখার
ব্রিটিসের রণদক্ষ সৈনিক সহিত
সম্মুখ সমরে ; যেই শশী, তারাগণে
জিনি শোভে, হততেজ ভানুর কিরণে। "

৫৫

" যেইরূপে যবনেরা ক্রমে হতবল
হইতেছে দিন দিন ; অদৃশ্যে বসিয়া
যেরূপে বিধাতা ক্রমে ঘুরাতেছে কল
ভারত-অদৃষ্ট-যন্ত্রে ; দেখিয়া শুনিয়া
কার চিত্ত হয় নাই আশায় পূরিত ?
দাক্ষিণাত্যে যেইরূপ মহারাষ্ট্র-পতি
হতেছে বিক্রমশালী, কিছুদিন আর
মহারাষ্ট্র-পতি হবে ভারত-ভূপতি ;
অচিরে হইবে পুনঃ ভারত উদ্ধার ;
সার্দ্ধপঞ্চশত দীর্ঘ বৎসরের পরে,
আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে। "

৫৬

" বিষম বিকল্প স্থানে আছি দাঁড়াইয়া
আমরা, অদূরে রাজবিপ্লব দুর্ব্বার ;
নাহি কায অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া,
ভাসি স্রোতোদীন, দেখি বিধি বিধাতার।
কেন মিছে খাল কেটে আনিবে কুমীরে ?
প্রদানিবে স্বীয় হস্তে স্বগৃহে অনল ?
বরিয়া ক্লাইবে, খড়্গ নবাবের শিরে
প্রহারি চক্রান্তবলে, লভিবে কি ফল ?
ঘুচিবে কি অত্যাচার বল নৃপবর !
অধীনতা, অত্যাচার নিত্য সহচর।"

৫৭

" জ্ঞানহীনা নারী আমি, তবু মহারাজ !
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবেনা ইংরাজ ;
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়।
যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন,
থামিবে না এইখানে ; হয়ে উগ্রতর,
শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দ্দূল যেমন,
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্র সৈন্যের ভিতর।
হবে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে,
পরিণাম ভেবে মম শরীর সিহরে।"

৫৮

" জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্নজাতি ; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধপঞ্চশত বর্ষ ; এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতি হেতু হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত।
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি ধর্ম্মের কারণে।
অশ্বত্থ-পাদপ-জাত উপবৃক্ষ মত,
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত। "

৫৯

" বিশেষ তাদের এই পতন সময় ;—
কি পাত্‌সাহ, কি নবাব, আমাদের করে
পুতুলের মত, খুঁজে খোঁজ নাহি হয়,
কে কোথায় ভাসিতেছে আমোদ-সাগরে।
আমাদের করে রাজ্য শাসনের ভার।
কিবা সৈন্য, রাজকোষ, রাজ-মন্ত্রণায়,
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে, শিবিরে, হিন্দু প্রধান সহায়।
অচিরে যবন-রাজ্য টলিবে নিশ্চয়,
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার সময়। "

৬০

" অন্যতরে—ইংরাজেরা নব্য পরিচিত।
ইহাদের রীতি নীতি আচার বিচার
অণুমাত্র নাহি জানি ; নাজানি নিশ্চিত
কোথায় বসতি দূর—সমুদ্রের পার।
বানর-ঔরসে জন্ম রাক্ষসী-উদরে,
এই মাত্র কিম্বদন্তী ; আকারে, আচারে,
ভয়ানক অসাদৃশ্য ; বাণিজ্যের তরে,
আসিয়ে ভারতে, এবে রাজ্যের বিস্তার
করিতেছে চারিদিগে ; দুর্দ্দান্ত প্রভাবে,
কাঁপায়েছে বীরশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় নবাবে। "

৬১

" বৃদ্ধ আলিবর্দ্দির সে ভবিষ্যদ্ বাণী
ভুলেছ কি মহারাজ ? যদি কোন জন—
ইংরাজের তেজোরাশি করিবারে গ্লানি
যোগাত মন্ত্রণা, বৃদ্ধ বলিত তখন ;—
' স্থলে জ্বলিয়াছে যেই সমর-অনল
নারি নিভাইতে আমি ; তাহাতে আবার
প্রজ্বলিত হয় যদি সমুদ্রের জল,
কে বল এ বঙ্গদেশ করিবে নিস্তার ?
এই সংস্কার তাঁর ছিল চিরদিন
অচিরে ভারত হবে ব্রিটিস-অধীন'। "

৬২

" বাণিজ্যের ব্যবসায়ে, নবাব-ছায়ায়,
এতই প্রভাব যার ; ভেবে দেখ মনে
নবাব অবর্ত্তমানে, এই বাঙ্গালায়
কে আটিবে তার সনে বীর-পরাক্রমে ?
মেঘাবৃত রবি যদি এত তপ্ত হায় !
মেঘমুক্ত হবে কিবা তেজস্বী বিপুল !
স্বাধীনতা-আশালতা মুকুলিত প্রায়,
ভারত-হৃদয়ে যাহা, হইবে নির্ম্মূল
প্রভাব তাহার ; নাহি জানি অতঃপর
কি আছে ভারত-ভাগ্যে,—একি ভয়ঙ্কর !"

৬৩

কড় কড় মহাশব্দে বিদারি গগন ;
জিনি শত সিংহনাদ সহস্র কামান ;
অদূরে পড়িল বজ্র ধাঁধিয়া নয়ন ;
গরজিল ঘন, ধরা হৈল কম্পবান্।
সেই ভীম মন্দ্র, রাণী ভবানীর কানে
প্রবেশিল ; বলিলেন—" একি ভয়ঙ্কর !
ওই শুন মহারাজ ! বসিয়া বিমানে
কহিছেন স্বরীশ্বর দেব পুরন্দর—
'দুঃখিনী ভারত ভাগ্যে'—অভ্রান্ত ভাষায়—
' লিখেছেন বজ্রাঘাত ভবিতব্যতায় '।"

৬৪

" অতএব মহারাজ ! এই মন্ত্রণায়
নাহি কাজ ; ষড়যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন :
শিতলিতে নিদাঘের আতপ-জ্বালায়,
অনল শিখায় পশে কোন্ মূঢ় জন ?
' রাণীর কি মত ? ' শুন আমার কি মত—
ইন্দ্রিয়-লালসা-মত্ত সিরাজদ্দৌলায়
রাজ্যচ্যুত করা নহে আমার অমত,
(আহা ! কিন্তু অভাগার কি হবে উপায় !)
নিশ্চয় প্রকৃত রোগ হয়েছে নির্ণয়,
কিন্তু এ ব্যবস্থা মম মনোমত নয়।

৬৫

" আমার কি মত ? তবে শুন মহারাজ !—
অসহ্য দাসত্ব যদি ; নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে ; যেন পূর্ণ শশী
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে,
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে,
হাসুক উজলি বঙ্গ ;—এই অভিলাষে
কোন বঙ্গবাসী-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর ? আমি যে রমণী
বহিছে বিদ্যুৎ-বেগে আমার ধমনী।

৬৬

" ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতরে।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে ;
সহি কিসে মাতৃদুঃখ ? সত্য সেঠবর !
' বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থ সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন,
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পন্থে কর বিচরণ।
প্রগল্ভতা মহারাজ ! ক্ষম অবলার,
ভয়ে ভীত যদি,আমি দেখাব—আবার !!"

৬৭

আবার ভীষণ নাদে অশনি-পতন !
আবার জীমূতবৃন্দ গর্জ্জিল ঘর্ঘরে।
বহিল ভীষণ-বেগে ভীম প্রভঞ্জন !
দূর হৈতে হুঙ্কারিয়া—মহা-ক্রোধ-ভরে—
বারিধারা রণক্ষেত্রে করিল প্রবেশ।
উঠিল তুমুল ঝড় ; ঝট্‌কায় ঝট্‌কায়
কাঁপাইয়া অট্টালিকা তরু-নির্ব্বিশেষে ;
রণাহত মহীরুহ উপাড়ি ধরায়।
ছুটিল বিদ্যুৎ বেগে ঝলসি নয়ন,
আলোকিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রকৃতি ভীষণ।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

কাটোয়া—ব্রিটিশ-শিবির।

১

দিবা অবসানপ্রায় ; নিদাঘ-ভাস্কর
বরষি অনলরাশি, সহস্র কিরণ,
পাতিয়াছে বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজি শিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে ; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী,
চুম্বি মৃদু কলকলে, মন্দ সমীরণ,—
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

২

অদূরে কাটোয়া দুর্গে ব্রিটিস-কেতন,
উড়িছে গৌরবে উপহাসিয়া ভাস্করে।
উঠিতেছে ধূমপুঞ্জ আঁধারি গগন,
ভস্মিয়া যবন-বীর্য্য কাটোয়া-অক্ষরে।
সহস্র ব্রিটিস সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপার, অস্ত্র ঝলঝলে;
দূরহতে বোধ হয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা-কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে;
রক্তবস্ত্রে, রণ-অস্ত্রে, রবির কিরণ
বিকাশিছে প্রতিবিম্ব, ধাঁধিয়া নয়ন।

৩

ব্রিটিসের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্,
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চলন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্ ঝনন্;
হ্রেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য, ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া মন্ত্রবলে;—কভু অস্ত্র করে,
কভু স্কন্ধে; ধীরপদ; কভু দ্রুতগতি।
'ড্রমের' ঝর্ঝর রব 'বিপুল' ঝঙ্কার
বিজ্ঞাপিছে ব্রিটিসের বীর অহঙ্কার।

৪

নীরবে—সৈন্যের স্রোত বহিছে নীরবে,—
অতিক্রমি ভাগীরথী; বিরাজে বদনে
গম্ভীরতা প্রতিমূর্ত্তি। আসন্ন আহবে
বিমল চিন্তার স্রোত উচ্ছ্বাসিছে মনে
হতভাগাদের আহা! প্রতিবিম্ব তার
ভাসিছে নয়নে, ওই ভাসিছে বদনে।
পারিতাম যদি আমি চিত্রিতে সবার
বদনমণ্ডল, তবে মানবের মনে
যত সুকুমার ভাব হয় উদ্দীপিত,
এই চিত্রে মূর্ত্তিমান্ হতো বিরাজিত।

৫

কোন হতভাগা আহা! বসিয়া বিরলে,
প্রেমের প্রতিমা পত্নী স্মরিয়া অন্তরে,
নীরবে, ভাসিছে দুই নয়নের জলে;
ভাসে ভারাক্রান্তচিত্ত বিষাদ-সাগরে
ভুলেছে সমরসজ্জা, না দেখে নয়নে
শিবির,—সৈনিক,—সেনা,—নদী ভাগীরথী;
রণবাদ্য ঘনরোল না পশে শ্রবণে;
প্রেমমন্ত্র-মুগ্ধচিত, প্রেম-মুগ্ধ-মতি।
কেবল দেখিছে প্রিয়া-বদন-চন্দ্রিমা,
কেবল শুনিছে প্রেম-ভাষা-মধুরিমা।

৬

কোথায় বা বিদায়ের হৃদয়বেদনা,
স্মরিয়া মরমে আহা! চিত্রি স্মৃতিবলে—
অশ্রুসিক্ত প্রণয়িনী-বদনচন্দ্রমা,
বিকচ গোলাপ যথা শিশিরের জলে;
নেত্রনীলোৎপল হতে প্রেমে উচ্ছ্বসিয়া,
ঝরেছিল যেইরূপে অশ্রুমুক্তাবলী;
(বিকচ পঙ্কজ যথা প্রভাতে ফুটিয়া
টলায় শিশিরবিন্দু সমীরণে টলি)
বেণীমুক্ত কেশরাশি; অলক্ত অধর
(সতত সরস,—পূর্ণ অমৃতশিকর)—।

৭

কাঁদে কোন হতভাগা, ভাবি নিরন্তর
আর কি সে চারুমুখ দেখিবে নয়নে?
আবার কি প্রেমময়ী-কোমল-অধর
চুম্বিবে প্রণয়-উষ্ণ সুদীর্ঘ চুম্বনে?
আসন্ন সমরক্ষেত্রে, নশ্বর সমরে,
প্রহারিবে যবে অরি অসি উগ্রতর,
দেখিবে সে মুখচন্দ্র। মধ্যাহ্ন ভাস্করে
জিনি তোপ বিনিঃসৃত গোলা ভয়ঙ্কর
আসিবে হুঙ্কারি যবে, দেখিয়া তখন,
সেমুখ সজলশশী ত্যজিবে জীবন।

৮

আবার কোথায় কাঁদে বিকল অন্তরে
অভাগা জনক, স্মরি অপত্য-মমতা;
আর কি লইবে কোলে চুম্বিবে আদরে,
সুবর্ণকুসুম পুত্র, কন্যা স্বর্ণলতা?
কেহ বা ভাবিয়া বৃদ্ধ জনক জননী
কাঁদিছে নীরবে দুঃখে, আনায় মাঝারে
কুরঙ্গশাবক কাঁদে, নীরবে যেমনি,
ভাবি অবিলম্বে যাবে ব্যাধের আহারে।
এইরূপে মনোভাব কুসুম কোমল,
গঙ্গাতীরে, নীরে, ফুটে ঝরে অবিরল।

৯

শ্বেতদ্বীপ-সুত কেহ ভাবিয়া স্বদেশ—
বীরত্বের রঙ্গভূমি, ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার,
স্বাধীনতা-চিরবাস, গৌরবে দিনেশ,
সভ্যতার, সুশিক্ষার, উন্নতি-আধার;
(হায় রে পূর্ব্বের রবি গিয়াছে পশ্চিমে!)—
অধীর স্মৃতির অস্ত্রে; ভাবে মনে মনে
দেখিবে সে জন্মভূমি আর কত দিনে?
দেখিবে কি পুনঃ আহা! এ মর জীবনে?
শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ভাবি শ্বেতাঙ্গিনী প্রিয়া,
অধীর বিচ্ছেদ-বাণে, ফাটে বীরহিয়া।

১০

কেহ বা ভাবিছে এই আসন্ন সমরে
কীর্ত্তির কিরীট-রত্ন লভিবে অচিরে ;
কেহ ভাবে পদোন্নতি ; কেহ অর্থতরে,
আকাশ করিছে পূর্ণ স্বর্ণ মন্দিরে।
কেহ বা কল্পনা-বলে বধিয়া নবাবে,
বিজয়-পতাকা তুলি পশি কোষাগারে,
লুটিতেছে ধনজাল ; কল্পনা-প্রভাবে
লুণ্ঠন করিয়া শেষ, ষোড়শোপচারে
পূজিতেছে প্রণয়িনী কোন বীরবর,
স্বর্ণে সৃজিয়া হর্ম্ম্য অতি মনোহর।

১১

ধন্য আশা কুহকিনী! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন!
দুর্ব্বল-মানব মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি ; হায়! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে ;
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস নিরাশ,প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র, নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির শোভা ; পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞান-দেবী ছাড়িয়া আবাস ;
উন্মাদ শার্দ্দূল তাহে করিত নিবাস।

১২

ধন্য, আশা কুহকিনী! তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি,—
দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়!
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি!
ভবিষ্যত-অন্ধ মূঢ় মানব সকল
ঘুরিতেছে কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ত্তুল আকার,—
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ—পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায় অনিবার ;
নাচায় পুতুল যথা, দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্ব্বাচীন নরে।

১৩

ওই যে কাঙ্গাল বসি রাজপথ ধারে,
দীনতার প্রতিমূর্ত্তি!—কঙ্কাল-শরীর ;
জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র, দুর্গন্ধ আধার ;
দুনয়নে অভাগার বহিতেছে নীর ;
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে এ তিন প্রহর
পাইয়াছে যাহা, তাহে জঠর-অনল
নাহি হবে নির্ব্বাপণ ; কৃশ কলেবর ;
না চলে চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল ;
কি মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কাণে,
চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।

১৪

ধর্ম্মাধিকরণে বসি নিম্ন কর্ম্মচারী,—
উদরে জঠর-জ্বালা, গুরু কার্য্যভারে
অবনত মুখ,— ওই হংসপুচ্ছধারী
বীরবর,——যুঝিতেছে অনন্ত প্রহারে
মসীপাত্র সহ, ম্লেচ্ছ-পদাঘাত ভয়ে ;
যথা শালবৃক্ষ করে, গিরি-শিরোপরে,
যুঝিল ত্রেতায় বীর অঞ্জনাতনয়,
নীল সিন্ধু সহ, ডরি সুগ্রীব বানরে ;
ঘর্ম্ম সহ অশ্রুবিন্দু বহে দর দর,
ভাবিতেছে এই পদ ত্যজিবে সত্বর।

১৫

না জানি কি ভবিষ্যত, আশা মায়াবিনি !
চিত্রিলে নয়নে তার ; মুছি ঘর্ম্মজল,
মুছি অশ্রুজল, পুনঃ লইয়া লেখনী,
আরম্ভিল মসীযুদ্ধ হইয়া সবল।
নবীন প্রেমিক ওই বসিয়া বিরলে,
না পেয়ে প্রিয়ার পত্রে তব দরশন,
নিরাশ প্রণয়ে ভাসে নয়নের জলে,
ভগ্ন প্রায় অভাগার প্রণয়-স্বপন ;—
শুনিয়া তোমার মৃদু সুমধুর ভাষা,
বলিল নিশ্বাস ছাড়ি—'না ছাড়িব আশা।'

১৬

যথা যবে বহে বেগে ভীম প্রভঞ্জন,
সামান্য সরসীনীর হয় হিল্লোলিত ;
আসন্ন আহবে ক্ষুদ্র পদাতিক মন
করেছে তেমতি হায় আজি উল্লাসিত।
কিম্বা সৌরকর যথা মুকুটরতন
রচি ইন্দ্রচাপে, রঞ্জে নীল কাদম্বিনী ;
তেমতি সৈন্যের ম্লান বিষাদিত মন
ছলে দুরাকাঙ্ক্ষা চিত্রে, আশা মায়াবিনী।
হয় যদি ইহাদের দুরাশা পুরণ,
কত পর্ণগৃহ হবে রাজার ভবন।

১৭

অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ,
দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি ;
নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ
করেনি, সে পথে কেন হবে মম গতি ?
বঙ্গ ইতিহাস, হায় মণিপূর্ণ খনি।
কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা, কেমনে আমি বল, কুহকিনি !
মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত ?
না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী।

১৮

কোন পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি, গাথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে,
দোলাইব মাতৃভাষা কম কলেবরে,—
সুকবি সুকরে গাঁথা মহাকাব্য ধনে
সজ্জিত যে বরবপুঃ ? কিম্বা অসম্ভব
নহে কিছু হে দুরাশে ! তোমার মায়ায় ;
কত ক্ষুদ্র নর ধরি পদছায়া তব
লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায় ;
অতএব দয়া করি কহ, দয়াবতি !
কি চিত্রে রঞ্জিছ আজি শ্বেত সেনাপতি ?

১৯

শিবির অনতিদূরে, বসি তরুতলে
নীরবে ক্লাইব, মগ্ন গভীর চিন্তায়,
গম্ভীর মুখশ্রী, কিন্তু বদনমণ্ডলে
নাহি স্বরূপের চিহ্ন ; মনোহারিতায়
নাহি রঙ্গে শ্বেত কান্তি ; অথচ যুবার
সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবময় ; প্রশস্ত ললাট
বীরত্বের রঙ্গভূমি, জ্ঞানের আধার ;
বক্ষঃস্থল যেন যমপুরীর কপাট,—
প্রশস্ত সুদৃঢ় ; কহে তাহার ভিতর
দুরাকাঙ্ক্ষা, দুঃসাহস, স্রোত ভয়ঙ্কর।

২০

যুগল নয়ন জিনি উজ্জ্বল হীরক
আভাময় ; অন্তর্ভেদি তীব্র দৃষ্টি তার,
স্থির, অপলক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক।
যে অসম সাহসাগ্নি হৃদয়ে তাঁহার
জ্বলে, যথা অগ্নিগিরি অন্তঃস্থ অনল ;
প্রদীপ্ত নয়নে সদা প্রতিভা তাহার——
ভুবনবিজয়ি জ্যোতিঃ,—বরষি গরল
শত্রুর হৃদয়ে ; কিন্তু কখন আবার,
সে নেত্রনীলিমা নীল নরকাগ্নি মত,
দেখায় চিত্তের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি যত।

২১

নীরবে, নির্জ্জনে, বীর বসি তরুতলে ;
অর্থহীন ঊর্দ্ধদৃষ্টি ; বোধ হয় মনে
ভেদিয়া গগন দৃষ্টি কল্পনার বলে
ভবিতব্যতার ঘোর তিমির ভবনে
প্রবেশিয়া, চেষ্টিতেছে দূর ভবিষ্যত
নিরখিতে ; নিরখিতে,—যেই দুরাচার
দুরন্ত যুবক ছিল দুষ্প্রবৃত্তি-রত,
নির্ভয়হৃদয় সদা, পিতা মাতা যার
পাঠাল ভারতবর্ষে সৌভাগ্যের তরে,
অথবা মরিতে দূরে মান্দ্রাজের জ্বরে ;—

২২

নিরখিতে অদৃষ্টে সে অভাগা যুবার
আর কি লিখেছে বিধি ; করিবে দর্শন
অদৃষ্টচক্রের কত আবর্ত্তন আর ?
মধ্যাহ্ন-রবির জ্যোতিঃ করিয়া হরণ,
জ্বলিতেছে দুনয়ন ; তাহে রূপান্তর
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ—আরক্ত এখন
ব্রিটিস-দুর্লভ-রাগে ; মুহূর্ত্তেক পর,
করিল বিষাদে যেন ঘন আচ্ছাদন।
কভু ক্রোধে বিস্ফারিত ; চিন্তায় কুঞ্চিত ;
কখন করুণ রসে হতেছে আর্দ্রিত।

২৩

নীরবে ভাবিছে বীর,—"হায় উপেক্ষিয়া
সমগ্র সমর-সভা, নিষেধ সবার,
অণুমাত্র ভবিষ্যত মনে না ভাবিয়া,
দিলাম একাকী রণসমুদ্রে সাঁতার।
যদি ডুবি, একা নাহি, ডুবিবে সকল,
কি পদাতি, অশ্বারোহী, আমার সহিত ;
ডুবিবে ব্রিটিস রাজ্য, যাবে রসাতল ;
ব্রিটিস-গৌর-রবি হবে অন্তর্হিত।
যদি ভীম ভূকম্পনে ভাঙে শৃঙ্গবর,
পড়ে তরুগুল্ম-হর্ম্ম্য সহিত শিখর।

২৪

"একই ভরসা মিরজাফর যবন।
যবনেরা যেইরূপ ভীরু প্রবঞ্চক,
ইহাদের সন্ধিপত্রে বিশ্বাস স্থাপন
করি কোন মতে ? যেন ভীষণ তক্ষক
আছে পাপী উমিচাঁদ, ফণা আস্ফালিয়া।
যেই মহামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছি তারে
যদি সে জানিতে পারে, ক্রোধে গরজিয়া
একই নিঃশ্বাসে পাপী নাশিবে সবারে।
নর-রক্তে সন্ধিসত্র হবে প্রক্ষালিত,
অন্ধকূপহত্যা পুনঃ হবে অভিনীত।

২৫

"যদি প্রতারণা মিরজাফরের মনে
থাকে, এখনও নাহি চিহ্ন মাত্র তার ;
যদি এই সন্ধি মিরজাফরের সনে
হয় দুষ্ট নবাবের ষড়যন্ত্র সার ;
সসৈন্য সমরক্ষেত্রে না মিশিয়া যদি,
পশে সেনাপতি নিজে সম্মুখ সমরে ;
তবেই ত বিপদের না রবে অবধি,
পড়িব পতঙ্গ যেন অনল ভিতরে।
এই স্বল্প সেনা লয়ে কি হইবে তবে,
ভেলায় ভরসা করি ভাসিয়া অর্ণবে ?

২৬

" শুধু পরাজয় নহে ; তাহার কারণ
নাহি ভাবি, নাহি ডরি কালের কবল ;
লভিয়াছি যবে এই মানব জীবন,
মৃত্যু ত আমার পক্ষে নিয়তি কেবল।
কিন্তু যদি আমাদের হয় পরাজয়,
বাঙ্গালার স্বর্ণপ্রসূ বাণিজ্যের আশা,
ডুবিবে অতল জলে ; ঘুচিবে নিশ্চয়
ইংলণ্ডের আন্তরিক রাজ্যের পিপাসা।
শত্রুশ্রেষ্ঠ ধরাতলে পতিত দেখিয়া,
দক্ষিণে ফরাসি-সিংহ উঠিবে গর্জ্জিয়া।

২৭

" কিন্তু হস্তচ্যুত পাশা হয়েছে যখন
কি হবে ভাবিয়া এবে ? কে কবে ভাবিয়া
আজি জানিয়াছে, কালি কি হবে ঘটন ?
যা আছে অদৃষ্টে আর দেখি পরীক্ষিয়া।
দুইবার যমদণ্ড হানি শিরোপরে
নিজ হস্তে না মরিনু ; না মরিনু হায় !
অব্যর্থসন্ধানী সেই সৈনিকের করে ;
মরিতে কি অবশেষে,—বুক ফেটে যায় !—
নরাধম কাপুরুষ যবনের করে ?
মরিলেও এই দুঃখ থাকিবে অন্তরে।

২৮

" সেই দিন প্রভঞ্জন পৃষ্ঠে আরোহিয়া,
পশিনু সাহসে যবে আর্কট নগরে ;
বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত, ঝড়ে উপেক্ষিয়া
পশিনু বিদ্যুত বেগে দুর্গের ভিতরে ;
বীরত্ব দেখিয়া ভয়ে দুর্গবাসিগণ
পলাইল বিনা যুদ্ধে ;—কুরঙ্গ যেমতি
যূথমধ্যে ক্ষুব্ধ সিংহ করি দরশন ;—
মুহূর্ত্তেকে হইলাম দুর্গ-অধিপতি।
সেই দিন বজ্র নাহি পড়িল মাথায়,
শত্রুর কৃপাণ নাহি পশিল গলায়।

২৯

" কিম্বা পঞ্চাশত দিন আক্রমণ পরে,
—স্মরিলে সে কথা রক্তে বিদ্যুত খেলায়—
' হোসনের ' মৃত্যুদিন উপলক্ষ করে ;
উন্মত্ত যবন সৈন্য করিয়া সহায়
পশিল কর্ণাটরাজ নিশীথ সমরে।
পঞ্চশত সৈন্যে, দশ সহস্র সেনায়
বিমুখিনু সেই দিনে ; তুলিনু বিমানে
ব্রিটিসের সিংহনাদ কাঁপায়ে ' রাজায় '
মরিতে কি এই ভীরু নবাবের করে ?
না—তা নয়—আছে মম এই হস্তোপরে

২৬

" শুধু পরাজয় নহে ; তাহার কারণ
নাহি ভাবি, নাহি ডরি কালের কবল ;
লভিয়াছি যবে এই মানব জীবন,
মৃত্যু ত আমার পক্ষে নিয়তি কেবল।
কিন্তু যদি আমাদের হয় পরাজয়,
বাঙ্গালার স্বর্ণপ্রসূ বাণিজ্যের আশা,
ডুবিবে অতল জলে ; ঘুচিবে নিশ্চয়
ইংলণ্ডের আন্তরিক রাজ্যের পিপাসা।
শক্রশ্রেষ্ঠ ধরাতলে পতিত দেখিয়া,
দক্ষিণে ফরাসি-সিংহ উঠিবে গর্জ্জিয়া।

২৭

" কিন্তু হস্তচ্যুত পাশা হয়েছে যখন
কি হবে ভাবিয়া এবে ? কে কবে ভাবিয়া
আজি জানিয়াছে, কালি কি হবে ঘটন ?
যা আছে অদৃষ্টে আর দেখি পরীক্ষিয়া।
দুইবার যমদণ্ড হানি শিরোপরে
নিজ হস্তে না মরিনু ; না মরিনু হায় !
অব্যর্থসন্ধানী সেই সৈনিকের করে ;
মরিতে কি অবশেষে,—বুক ফেটে যায় !—
নরাধম কাপুরুষ যবনের করে ?
মরিলেও এই দুঃখ থাকিবে অন্তরে।

২৮

" সেই দিন প্রভঞ্জন পৃষ্ঠে আরোহিয়া,
পশিনু সাহসে যবে আর্কট নগরে ;
বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত, ঝড়ে উপেক্ষিয়া
পশিনু বিদ্যুত বেগে দুর্গের ভিতরে ;
বীরত্ব দেখিয়া ভয়ে দুর্গবাসিগণ
পলাইল বিনা যুদ্ধে ;—কুরঙ্গ যেমতি
যূথমধ্যে ক্ষুব্ধ সিংহ করি দরশন ;—
মুহূর্ত্তেকে হইলাম দুর্গ-অধিপতি।
সেই দিন বজ্র নাহি পড়িল মাথায়,
শক্রর কৃপাণ নাহি পশিল গলায়।

২৯

" কিম্বা পঞ্চাশত দিন আক্রমণ পরে,
—স্মরিলে সে কথা রক্তে বিদ্যুত খেলায়—
' হোসনের ' মৃত্যুদিন উপলক্ষ করে ;
উন্মত্ত যবন সৈন্য করিয়া সহায়
পশিল কর্ণাটরাজ নিশীথ সমরে।
পঞ্চশত সৈন্যে, দশ সহস্র সেনায়
বিমুখিনু সেই দিনে ; তুলিনু বিমানে
ব্রিটিসের সিংহনাদ কাঁপায়ে ' রাজায় '
মরিতে কি এই ভীরু নবাবের করে ?
না—তা নয়—আছে মম এই হস্তোপরে

৩০

" অন্ধকূপহত্যা প্রতিবিধানের ভার ;
রক্ষিতে ভারতবর্ষে ব্রিটিস-গৌরব
দণ্ডিয়া নবাবে ; হেন উদ্দেশ্য যাহার,
তার কাছে কি অসাধ্য কিবা অসম্ভব ?
অবশ্য পশিব রণে, জিনিব সমর ;
অবশ্য সিরাজদ্দৌলা পাবে প্রতিফল ;
' হও অগ্রসর, রণে হও অগ্রসর '—
আমার অন্তর আত্মা কহিছে কেবল।
না জানি কি মহাশক্তি অন্তরে আমার
আবির্ভূত আজি, আমি ইঙ্গিতে তাহার

৩১

" চলিতেছি ইচ্ছাহীন পুতুলের প্রায় "—
বলিতে বলিতে বীর ত্যজিয়া আসন
ভ্রমিতে লাগিল দ্রুত নিরখি ধরায়।
ভূতল ভেদিয়া যেন যুগল নয়ন
গিয়াছে কোথায়, ধরা দেখা নাহি যায়।
কল্পনা তাড়িৎ পক্ষে মানস চঞ্চল,
অতিক্রমি নীল সিন্ধু লহরীমালায়,
বিরাজে ইংলণ্ডে কভু ; ভাবি রণস্থল
চিত্রে কভু ; সেই চিত্রে হৃদয়ে তাঁহার,
কত আশা, কত ভয়, হতেছে সঞ্চার।

৩২

চিন্তা-অবসন্ন মনে কিছুক্ষণ পরে,
নিমীলিত নেত্রে পুনঃ বসিলা আসনে ;
অকস্মাৎ চারিদিগে ভাসিল সত্বরে
স্বর্গীয় সৌরভরাশি ; বাজিল গগনে
কোমল-কুসুম-বাদ্য ;—সঙ্গীত তরল ;
সহস্র ভাস্কর তেজে গগন প্রাঙ্গণ
ভাতিল উপরে ; নিম্নে হাসিল ভূতল ;
নামিল আলোকরাশি ছাড়িয়া গগন,
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি,
জ্যোতির্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।

৩৩

যুবতীর শুভ্র কান্তি, নয়ন নীলিমা,
রঞ্জিত ত্রিদিব রাগে অলক্ত অধর,
রাজরাজেশ্বরীরূপ, অঙ্গের মহিমা,
কি সাধ্য চিত্রিবে কোন নর চিত্রকর !
শ্বেতাঙ্গ সজ্জিত শ্বেত উজ্জ্বল বসনে,
খেলিছে বিজলী, বস্ত্র অমল ধবলে ;
তুচ্ছ করি মণিমুক্তা পার্থিব রতনে,
ঝলিছে নক্ষত্ররাজি বসন-অঞ্চলে।
বেশ ভূষা ইংলণ্ডীয় ললনার মত,
স্বর্গীয় শোভায় কিন্তু উজ্জ্বল সতত।

৩৪

অর্দ্ধ-অনাবৃত পীন পূর্ণ পয়োধর ;
তুষার উরস, স্বচ্ছ স্ফটিক আকার,
দেখাইছে রমণীর অমল অন্তর—
চিরপ্রসন্নতাময়, প্রীতিপারাবার।
নহে উপমেয় সেই বদনচন্দ্রমা,
—কিম্বা যদি দেখিতাম লিখিতাম তবে—
স্বর্গীয়-শারদ-শশী সে মুখ-সুষমা ;
বিশ্ববিমোহিনী আহা ! অতুলিত ভবে !
বসন্তরূপিণী ধনী ; নিশ্বাস মলয় ;
কোকিল কোমল কণ্ঠ ; নেত্র কুবলয়।

৩৫

কোটি কহিনুর কান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাট-রত্ন, সেই বরাননে ;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্ভতা বসে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে,
কনক-অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,
অপূর্ব্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির-বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত
বামার সুরভি শ্বাস, কুসুম সৌরভ,
ঘ্রাণে নর অমরতা করে অনুভব।

৩৬

ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায় খচিত,
জ্যোতিরত্নে অলঙ্কৃত, জ্যোতিই সকল ;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চির-প্রজ্বলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ জিনি মধ্যাহ্ন তপন,
অথচ শীতল যেন শারদ চন্দ্রিমা,
যেমন প্রখরতেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃত মাখা পূর্ণমধুরিমা।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে,
ভুবন-ঈশ্বরী মূর্ত্তি দেখিলা নয়নে।

৩৭

বিস্মিত ক্লাইবে চাহি সস্মিত বদনে,
আরম্ভিলা সুরবালা—‘ কিভয় বাছনি’—
রমণীর কলকণ্ঠ সায়াহ্ন পবনে
বহিল উল্লাসে মাতি, সেই কণ্ঠ ধ্বনি
শুনিতে জাহ্নবীজল বহিল উজান ;
অচল হইল রবি অস্তাচল শিরে,
মুহূর্ত্ত করিতে সেই স্বরসুধাপান ;
সঞ্জীবনী সুধারাশি সমস্ত শরীরে
প্রবেশিল ক্লাইবের ; বহিল সে ধ্বনি
আনন্দে ধমনী-স্রোতে ; বাজিল অমনি

৩৮

শ্লথ হৃদয়ের যন্ত্রে,—'কি ভয় বাছনি!'
"ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমি সুভাগিনী
লক্ষ্মীকুললক্ষ্মী আমি, শুন বীরমণি!
রাজলক্ষ্মী মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আদরিণী
বিধাতার; পরাক্রমী পুত্রের গৌরবে
আমি চিরগৌরবিণী; ত্রিদিবে বসিয়া
কটাক্ষে জানিতে আমি পারি এই ভবে
কখন কি ঘটে; দেখি অদৃশ্যে থাকিয়া
পার্থিব ঘটনাস্রোত; চিন্তি অনিবার
ইংলণ্ডের রাজ্যস্থিতি, উন্নতি, বিস্তার।

৩৯

"তোমার চিন্তায় আজি টলিল আসন;
আসিনু পৃথিবীতলে, তোমায়ে, বাছনি!
শুনাইতে ভবিষ্যত বিধির লিখন;—
শুনিলে উল্লাসে তুমি নাচিবে এখনি।
এই হতে ইংলণ্ডের উন্নতি নিয়তি;
এই সমুদিত মাত্র সৌভাগ্য-ভাস্কর;
মধ্যাহ্ন গৌরবে যবে ব্রিটন ভূপতি
উজলিবে দশদিগ, দেশ দেশান্তর;
তাঁর ছত্র ছায়াতলে, জানিবে নিশ্চিত,
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা হবে আচ্ছাদিত।"

৪০

"সোণার ভারতবর্ষে, বহু দিন আর,
মহারাষ্ট্রী মোগল বা ফরাসী দুর্জ্জয়
করিবে না রক্তপাত; দ্বিতীয় 'বাবর'
ভারতের রঙ্গভূমে হইয়া উদয়
অভিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন;
কিম্বা অতিক্রমি দূর হিমাদ্রি-কান্তার,
দিল্লীর ভাণ্ডাররাশি করিতে লুণ্ঠন
ভীম বেগে দস্যুস্রোত আসিবে না আর,
ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত প্রায়,
অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপূর্ব্ব অধ্যায়।

৪১

"অজ্ঞাতে ভারতক্ষেত্রে কিছু দিন পরে
যেই মহাশক্তি বাছা করিবে প্রবেশ,
মেষবৎ শৃঙ্খলিবে দিল্লীর ঈশ্বরে;
তেয়াগিয়া রঙ্গভূমি, ছাড়ি রণবেশ
ভয়ে মহারাষ্ট্র সিংহ পশিবে বিবরে।
যেমতি প্রভাতরবি ভেদিয়া তুষার
যতই উঠিতে থাকে গগন উপরে,
ততই পাদপছায়া হয় খর্ব্বাকার;
তেমতি এশক্তি যত হইবে প্রবল,
ভারতে ফরাসী তত হবে হতবল;"

৪২

" তুমি সে শক্তির মূল, আদি অবতার ;
হইওনা চমৎকৃত, ভেবোনা বিস্ময় ;
ভারত অদৃষ্টচক্র, কৃপাণে তোমার
সমর্পিত ; যেই দিকে তব ইচ্ছা হয়,
ঘুরিবে ফিরিবে চক্র তব ইচ্ছামত।
বঙ্গে যেই ভিত্তি ভূমি করিবে স্থাপন,
সময়েতে তদুপরি, ব্যাপিয়া ভারত
অটল অচল রাজ্য হইবে স্থাপন।
বিধির মন্দির হতে আনিয়াছি আমি,
ভারতবর্ষের ভাবি মানচিত্রখানি।

৪৩

" অনন্ত তুষাররত হিমাদ্রি উত্তরে
ওই দেখ ঊর্দ্ধ শিরে পরশে গগন ;
অদ্রির উপরে অদ্রি অদ্রি তদুপরে,
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ ;
দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর,
—ঊর্ম্মির উপরে ঊর্ম্মি ঊর্ম্মি তদুপরে—
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি নীলাম্বরে ;
অচল পর্ব্বত শ্রেণী শোভিছে উত্তরে
চঞ্চল অচলরাশি ভাসে সিন্ধোপরে।

৪৪

" বেগবতী ঐরাবতী পূর্ব্ব সীমানায় ;
পঞ্চভুজে সিন্ধুনদ বিরাজে পশ্চিমে ;
মধ্যদেশে, ওই দেখ, প্রসারিয়া কায়
শোভে যে বিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত রক্তিমে,
বিংশতি ব্রিটন নাহি হবে সমতুল ;
তথাপি হইবে—আর নাহি বহু দিন ;
অভাগিনী প্রতি বিধি চির প্রতিকূল—
বিপুল ভারত, ক্ষুদ্র ব্রিটন অধীন।
বিধির নির্ব্বন্ধ বাছা খণ্ডন না যায়,
কিবা ছিল রোমরাজ্য এখন কোথায় ?

৪৫

" ওই শোভে শতমুখী ভাগীরথী তীরে
কলিকাতা, ভারতের ভাবী রাজধানী ;
আবৃত এখন যাহা দরিদ্র-কুটীরে,
শোভিবে অমরাবতী রূপে করি গ্লানি
রাজ হর্ম্ম্যে দৃঢ় দুর্গে গ্যাসের মালায়।
ওই যে উড়িছে উচ্চ অট্টালিকা শিরে
ব্রিটিস পতাকা ; যেন গৌরবে হেলায়
খেলিছে পবন সনে অতি ধীরে ধীরে ;
তুমিই তুলিয়া সেই জাতীয় কেতন,
ভারতে ব্রিটিস রাজ্য করিবে স্থাপন।

৪৬

" নব রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমায়,
আমি বসাইব ওই রত্নসিংহাসনে ;
আমি পরাইব রাজমুকুট মাথায় ;
সমস্ত ভারতবর্ষ আনত বদনে
পালিবে তোমার আজ্ঞা, অদৃষ্টের মত,
তোমার নিশ্বাসে এই ভারত ভিতরে
কত রাজ্য রাজা, হবে আনত উন্নত ;
ভাসিবে যবনলক্ষ্মী শোণিতে সমরে ;
প্রণমিবে হিমাচল সহিত সাগর,—
ইংলণ্ডের প্রতিনিধি—ভারতঈশ্বর।

৪৭

" শতকের বৎসর রাজ্যবিপ্লবের পরে
ইংলণ্ডের সিংহাসন হইবে অচল ;
উদিবে যে তীব্র রবি ভারত-অম্বরে
ভাতিবে ধবলগিরি, সমুদ্রের তল ;
কল্পালবিশিষ্ট পূর্ব্ব নৃপতি সকল,
ঘুরিবে বেষ্টিয়া সৌর উপগ্রহ মত ;
আশু রাহুগ্রস্ত হয়ে দুর্দ্দান্ত মোগল,
ছায়া কিম্বা স্বপ্নে শেষে হবে পরিণত ;
বিক্রমে শার্দ্দূল, মেষ, অহিংস অন্তরে ;
নির্ভয়ে করিবে পান, একই নির্ঝরে।

৪৮

" ধর, বৎস ! এই ন্যায়পরতা-দর্পণ
বিধিকৃত ; ব্রিটিসের রাজ্য নিদর্শন ;
যত দিন পূর্ব্ব রাজ্যে ব্রিটিস শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন,
তত দিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয় ;
এই মহারাজনীতি মোহান্ধ যবন
ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিছে নিরয় ;
এই পাপে কতরাজ্য হয়েছে পতন।
ভীষণ সংহার অসি, রাজ্যের উপরে
ঝোলে সূক্ষ্ম ন্যায়-সূত্রে বিধাতার করে।

৪৯

" যবনের অত্যাচার সহিতে না পারি
হতভাগ্য বঙ্গবাসী—চিরপরাধীন—
লয়েছে আশ্রয় তব ; দমি অত্যাচারী,—
যেই ধূমকেতু বঙ্গ আকাশে আসীন,
স্বর্গচ্যুত করি তারে নিজ বাহুবলে,—
শান্তির শারদ শশী করিতে স্থাপন ;
ভাবে নাই এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের স্থলে,
উদিবে নিদাঘতেজে ব্রিটিস তপন।
এই আশ্রিতের প্রতি হইলে নির্দ্দয়,
ডুবিবে ব্রিটিস রাজ্য, ডুবিবে নিশ্চয়।

৫০

"রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর ;
জেতার উপরে জেতা জিতের সহায়,
আছেন উপরে বৎস ! অতি ভয়ঙ্কর !
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্ত্তিমান্ ন্যায়,
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্রমণ্ডলে,
সম ভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে ;
সমভাবে সর্ব্বদেশে শ্বেতে ও শ্যামলে
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে ;
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল
সম্মুখে ভীষণ, বৎস ! গণনার স্থল।"

৫১

অদৃশ্য হইলা বামা ; পড়িল অর্গল
ত্রিদিব কপাটে যেন, অন্তর-নয়নে
ক্লাইবের ; গেল স্বর্গ, এল ধরাতল।
হায় ! যথা হতভাগ্য জলমগ্ন জনে,
সৌরকর ক্রীড়াচ্ছলে, সলিল ভিতরে,
শত শত ইন্দ্রচাপ, আলোক তরল
রাশি রাশি নিরখিয়া, মুহূর্ত্তেক পরে
মৃত্যুমুখে দেখে বিশ্ব আঁধার কেবল ;
অন্তর নয়নে বীর ব্রিটননন্দন
স্বপ্নান্তে আঁধার বিশ্ব দেখিল তেমন।

৫২

ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন, মেলিল নয়ন,
নাহি সে আলোক রাশি, নাহি বিদ্যমান
আলোক-মণ্ডিত সেই রমণীরতন ;
মধ্যাহ্ন-কিরণ মাঝে, রবি অধিষ্ঠান !
স্বর্গীয় সৌরভ আর না বহে পবনে,
স্বর্গীয় সঙ্গীত সুধা না হয় বর্ষণ,
আর সেই মানচিত্র নাদেখে নয়নে,
মুষ্টিবদ্ধ করে আর নাহি সে দর্পণ ;
অথবা থাকিবে কেন, থাকিলে কি আর,
ভারতে উঠিত আজি এই হাহাকার ?

৫৩

" সেনাপতি ! ভাগীরথী-তীর অতিক্রমি,
আজ্ঞা অপেক্ষায় সৈন্য আছে দাঁড়াইয়া,
বেলা অবসানপ্রায়, অস্ত দিনমণি—"
বলিল জনৈক সৈন্য ; চমকি উঠিয়া
ছুটিল ক্লাইব বেগে, নাহি বাহ্যজ্ঞান
কোথায় পড়িছে পদ, শূন্যে কি ধরায় ;
মানসিক শক্তিচয় যেন তিরোধান
হয়েছে রমণী সনে ; দৈববাণীপ্রায়
এখনো গম্ভীরে কর্ণে বাজিছে কেবল, —
"সম্মুখে ভীষণ, বৎস ! গণনার স্থল "।

৫৪

সজ্জিত তরণী ছিল তীরে দাঁড়াইয়া,
লম্ফ দিয়া যেই বীর তরী আরোহিল ;
স্থির ভাগীরথী জল করি উচ্ছ্বসিত,
অমনি ব্রিটিস বাদ্য বাজিয়া উঠিল ;
ছুটিল তরণী বেগে বারি বিদারিয়া,
তালে তালে দাঁড়ী দাঁড়ে পড়িতে লাগিল ;
আঘাতে আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাঁপিয়া,
সুনীল আরশি খানি ভাঙিল গড়িল ;
একতানে বীরকণ্ঠ ব্রিটিস-তনয়
গায় "জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়—"

গীত ;

১

চির-স্বাধীনতা অনন্ত সাগরে,
নিস্তারা আকাশে যেন নিশামণি,
সুখে 'ব্রিটনিয়া' আনন্দে বিহরে,
বীরপ্রসবিনী ব্রিটিসজননী ;
যেই নীল সিন্ধু অসীম দুর্জ্জয়,
বিক্রমে যাহার কাঁপে ত্রিভুবন,
ব্রিটনের কাছে মানি পরাজয়,
সেই সিন্ধু চুম্বে ব্রিটনচরণ ;
ঘোষে সেই সিন্ধু করি দিগ্বিজয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয় !"

২

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি,
অভয়ে আমরা ব্রিটননন্দন ;
আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী,
দেশ দেশান্তরে করি বিচরণ !
নব আবিষ্কৃত আমেরিকা দেশে,
কিম্বা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্য্যশালিনী পূরব প্রদেশে,
ইংলণ্ডের কীর্ত্তি না আছে কোথায় ?
পূরব পশ্চিম গায় সমুদয়,
" জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয় । "

৩

সম্পদ সাহস ; সঙ্গী তরবার ;
সমুদ্র বাহন ; নক্ষত্র কাণ্ডারী ;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার ;
শয্যা রণক্ষেত্র ; ঈষা ত্রাণকারী ।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানলসম বিক্রম বিস্তার ;
আছে কোন্ দুর্গ ? কোন্ অদ্রিপতি ?
কোন্ নদ নদী, ভীম পারাবার ?
শুনিয়া সভয়ে কম্পিত না হয়,
" জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয় " ?

৪

আকাশের তলে এমন কি আছে,
ডরে যারে বীর ব্রিটিসতনয় ?
কেবল ব্রিটিসললনার কাছে,
সে বীরহৃদয় মানে পরাজয় ;
বীরবিনোদিনী সেই বামাগণে,
স্মরিয়া অন্তরে ; চল রণে তবে ;
হায় ! কিবা সুখ উপজিবে মনে,
শুনে রণবার্ত্তা বামাগণে যবে,
গাবে বামাকণ্ঠ-স্বর করি লয়,
" জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয় ! "

৫

অতএব সবে অভয় অন্তরে,
বারি বিদারিয়া দাও দাঁড়ে টান,
ব্রিটনিয়া পুত্র রণে নাই ডরে,
খেলার সামগ্রী বন্দুক কামান ;
ব্রিটিসের নামে ফিরে সিন্ধুগতি,
বিক্ষিপ্ত অশনি অর্দ্ধপথে রয়।
কিছার দুর্ব্বল যবনভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয় ;
গাবে বঙ্গসিন্ধু, গাবে হিমালয়,
" জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয় "।

তৃতীয় সর্গ।

পলাশি ক্ষেত্র।

১

এই কি পলাশি ক্ষেত্র ? এই সে প্রাঙ্গণ ?
যেই খানে কি বলিব ?—বলিব কেমনে ?
স্মরিলে সে সব কথা বাঙ্গালীর মন
ডুবে শোকজলে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে ;
যেই খানে মোগলের মুকুটরতন
খসিয়া পড়িল আহা ! পলাশির রণে ;
যেই খানে চিরুরুচি স্বাধীনতা-ধনে ;
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে ;
দুর্ব্বল বাঙ্গালী আজি সজল নয়নে
গাবে সে দুঃখের কথা ; তবে হে কল্পনে !

২

অতিক্রমি সান্ত্রীদল,—যন্ত্রীদল মাঝে
গাইছে যথায় যত কোকিলগঞ্জিনী
বিদ্যুতবরণী বামা ; মনোহর সাজে
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ মানসমোহিনী,
ডুবিয়া ডুবিয়া যেন সঙ্গীতসাগরে ;—
পশি সশঙ্কিতে, সেই সিরাজশিবিরে,
সাবধানে, সশঙ্কিতে, কম্পিত অন্তরে,
না বহে নিশ্বাস যেন অতি ধীরে ধীরে,
কহ সখি ! কহ দুঃখ-বিকম্পিত স্বরে,
শত বৎসরের কথা বিষণ্ণ অন্তরে।

৩

বিরাজে সিরাজদ্দৌলা স্বর্ণসিংহাসনে,
বেষ্টিত রূপসীদলে,—বঙ্গ অলঙ্কার,
কাশ্মীর-কুসুমরাশি,—উজ্জ্বল বরণে
বিমলিন, আভাহীন, স্ফটিকের ঝাড় ;
যার মুখ পানে চাহি হেন মনে লয়,
এই রূপবতী নারী রমণীর মণি,
ফিরে কি নয়ন আহা ! ফিরে কি হৃদয় ;
বারেক নিরখি এই হীরকের খনি ?
নিরখিয়া এই সব সুন্দরী ললনা,
কে বলিবে তিলোত্তমা কবির কল্পনা ?

৪

জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ, শীতল উজ্জ্বল,
বিকাশি লোহিত নীল সুস্নিগ্ধ কিরণ ;
আতর গোলাপ গন্ধে হইয়া অচল,
বহিতেছে ধীর গ্রীষ্ম নৈশ সমীরণ ;
শোভে পুষ্পাধারে, স্তম্ভে, কামিনীকুন্তলে,
কোমল কামিনীকণ্ঠে কুসুমের হার ;
দেখেছ কেমন ওই সুন্দরীর গলে
শোভিয়াছে মালা আহা ! দেখ একবার ;
দীপমালা, পুষ্পমালা, রূপের কিরণ,
করিয়াছে যামিনীর উজ্জ্বল বরণ।

৫

মিলাইয়া সপ্তস্বর সুমধুর বীণা
বাজিতেছে, বিমোহিত করিয়া শ্রবণ ;
মিলাইয়া সেই স্বরে শতেক নবীনা,
গাইতেছে সপ্তস্বর, ব্যাপিছে গগন ;
পূরাইতে পাপাসক্ত নবাবের মন,
নাচে অর্দ্ধবিবসনা শতেক সুন্দরী ;
সুকোমল মকমল চুম্বিছে চরণ
তালে তালে ; কামে পুনঃ জীবন বিতরি
খেলিছে বিজলী প্রায় কটাক্ষ চঞ্চল,
থেকে থেকে দীপাবলী হতেছে উজ্জ্বল।

৬

পলাশি প্রান্তরে নৈশ গগন ব্যাপিয়া,
উথলিছে শত স্রোতে আমোদলহরী ;
দূরে গঙ্গা বহিতেছে রহিয়া রহিয়া,
নিবিড় তিমিরে ঢাকা বসুধা সুন্দরী।
এমন ইন্দ্রিয়সুখ-সাগরে ডুবিয়া,
কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন ?
কি ভাবনা শুষ্ক মুখে শূন্য নিরখিয়া,
কেন বা সঙ্গীতে আজি বিরাগ এমন ?
ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সদা মুগ্ধ যার মন,
অকস্মাৎ কেন তার বৈরাগ্য এমন ?

৭

অদূরে শিবিরে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে,
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহিগণ ;
ডুবায়ে নবাবে কালি সমরসাগরে,
নব অধীনতা বঙ্গে করিতে স্থাপন।
ধিক্ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ! ধিক্ উমিচাঁদ !
যবন-দৌরাত্ম্য যদি অসহ্য এমন,
না পাতিয়া এই হীন ঘৃণাস্পদ ফাঁদ,
সম্মুখে সমরে করি নবাবে নিধন,
ছিড়িলে দাসত্বপাশ ; তবে কি কখন,
হতো তোমাদের নামে কলঙ্ক এমন ?

৮

রে পাপিষ্ঠ রাজা রায় দুর্ল্লভ দুর্ব্বল,
বাঙ্গালি কুলের গ্লানি, বিশ্বাসঘাতক,
ডুবিলি ডুবালি পাপি ! কি করিলি বল্
তোর পাপে বাঙ্গালির ঘটিবে নরক ;
যে পাপে ডুবিলি আজি ওরে দুরাচার !
নন্দকুমারের রক্তে হইবে বিধান
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত, কি বলিব আর
প্রতিদিন বঙ্গবাসী পাবে প্রতিদান ;
প্রতিদিন বাঙ্গালির শত মনস্তাপ
প্রতি মনস্তাপ তোরে দিবে শত শাপ।

৯

সঙ্গীতরঙ্গ ভেদি এ পাপ মন্ত্রণা
পশিল কি ভয়াকুল নবাবের মনে ?
সে চিন্তায় নবাব কি এত অন্যমনা ?
কে বলিবে, অন্তর্য্যামী বিনে কেবা জানে ?
কিম্বা রণে কি হইবে ভাবি মনে মনে
কাঁপে কি সিরাজদ্দৌলা থাকিয়া থাকিয়া ?
অথবা অঙ্গনা-অঙ্গ-স্নিগ্ধ-পরশনে
কাঁপিছে অনঙ্গ-বাণে অবশ হইয়া ;
আকর্ণ টানিয়া তবে কটাক্ষের বাণ
এক সঙ্গে যত ধনী করহ সন্ধান।

১০

ঢাল সুরা স্বর্ণ পাত্রে, ঢাল পুনর্ব্বার,
কামানলে কর সবে আহুতি প্রদান ;
খাও ঢাল, ঢাল খাও, প্রেম পারাবার
উথলিবে, লজ্জাদীপ হইবে নির্ব্বাণ ;
বিবসনা লো সুন্দরি ! সুরাপাত্র করে
কোথা যাও নেচে নেচে ? নবাবের কাছে ?
যাও তবে সুধাহাসি মাখি বিম্বাধরে,
ভুজঙ্গিনীসম বেণী দুলিতেছে পাছে ;
চলুক্ চলুক্ নাচ, টলুক চরণ,
উড়ুক্ কামের ধ্বজা,—কালি হবে রণ।

১১

কে তুমি গো, একাকিনী আনন্দশিবিরে
কাঁদিতেছ এক পার্শ্বে বসিয়া ভূতলে ?
চিনেছি,——হানিয়া খড়্গ প্রাণপতি-শিরে,
তোমাকে এ দুরাচার আনিয়াছে বলে ;
কাঁদ তবে, কাঁদ তুমি, রাত্রি যতক্ষণ,
গাও উচ্চৈঃস্বরে আর যতেক রমণী ;
উঠিল রমণী-কণ্ঠ ছুঁইল গগন,
"ধ্রুম্" করে দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি ;
"একি গো" ? কিছু না, সুধু মেঘের গর্জ্জন,
নাচ, গাও, পান কর, প্রফুল্লিত মন।

১২

পুন- ঝনৎকার শব্দে বাজিয়া উঠিল
মুরজ, মন্দিরা, বীণা, সারঙ্গী, সেতার,
বেহালার, পিককণ্ঠে, হইতে লাগিল
তানে তানে মুগ্ধচিত্তে উদাস সঞ্চার ;
যন্ত্রের নিনাদে অই গলা মিশাইয়া
বসন্ত কোকিল কি হে দিতেছে ঝঙ্কার ?
তা নয়, গায়িকা অই কণ্ঠ কাঁপাইয়া
গাইতেছে, ক্ষীণকণ্ঠ কোকিলা কি ছার !
এক কুহুস্বরে করে সতত চিৎকার,
শত কলকলে বামা দিতেছে ঝঙ্কার।

১৩

সুধু কলকণ্ঠ নহে দেখ একবার
মরি, কি প্রতিমাখানি !—অনঙ্গরূপিণী—
নবাবের সম্মুখেতে করিছে বিহার,
অবতীর্ণা মূর্ত্তিমতী বসন্তরাগিণী ;
বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধরযুগল ;
বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয়,
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল ;
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল
বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল !

১৪

অর্থহীন ভাবহীন শ্যামের বাঁশরী,
হরিতে পারিত যদি অবলার প্রাণ ;
হেন রূপসীর স্বর সুধার লহরী
প্রেমপূর্ণ,—আছে কোন নিরেট পাষাণ
শুনিয়া হৃদয় যার হবে না দ্রবিত ?
যদি থাকে তবে চিত্ত নরকসমান,
হতভাগ্য সেই জন, যে জন বঞ্চিত
সরস সঙ্গীতরসে ;—রসের প্রধান !
পাঠক ! বারেক শুন অনন্য শ্রবণে
প্রণয়বিষাদগীত বামার বদনে।

গীত।

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল ?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ?
ডুবিলে অতলজলে, তবে প্রেম রত্ন মিলে,
কার ভাগ্যে মৃত্যু ফলে,
কারো কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুত-প্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম,
দরশন অনুপম,
পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম-মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে জন পাইতে চায়,
পাষাণে সে চাহে জল।

আজি যে করিবে প্রেম, মনেতে ভাবিয়া হেম,
বিচ্ছেদ-অনলে ক্রমে,
কালি হবে অশ্রুজল।

১৬

ওই শুন কলকণ্ঠ, গগনে উঠিয়া,
প্রভাত-কোকিল যেন পঞ্চমে কুহরে।
ওই পুনঃ সুমধুর কোমল নিক্কণে,
কমলদলের মধ্যে ভ্রমরী গুঞ্জরে ;
এই বোধ হয় নব-প্রণয় সঞ্চারে
হইল বামার আহা ! সলজ্জ বদন ;
এই হাসিরাশি দেখ অধর-ভাণ্ডারে,—
প্রণয়-কুসুম হলো বিকচ এখন ;
আবার এখন দেখ নয়নের জলে
দেখায় পশিল কীট প্রণয়-কমলে।

১৭

এই অশ্রু নবাবের দ্রবিল হৃদয়,
নির্ব্বাপিত কামানল হলো উদ্দীপন,
গগনেতে কাল মেঘ হইল উদয় ;
উছলিল সিন্ধু ; মত্ত হইল যবন।
সুপ্ত বাসনার স্রোত হইয়া প্রবল
ছুটিল ভীষণ বেগে, চিন্তার বন্ধন
কোথায় ভাসিয়া গেল ; হৃদয় কেবল
রমণীর রূপে স্বরে হইল মগন ;

মুছাইতে অশ্রু কর করিলা বিস্তার,
"ধ্রুম্" কোরে দূরে তোপ গর্জ্জিল আবার।

১৮

আবার সে শব্দ, ভেদি সঙ্গীততরঙ্গ,
গেল নবাবের কাণে বজ্রনাদ করি ;
ঘুরিল মস্তক, ভয়ে লুকাল অনঙ্গ,
শিরস্ত্রাণ পড়ে ভূমে দিল গড়াগড়ি ;
ইংরাজের রণবাদ্য দূর আম্রবনে
হুঙ্কারিল ভীম রোলে, কাঁপিল অবনী ;
যত যন্ত্র ধরাতলে হইল পতন,
নর্ত্তকী অর্দ্ধেক নাচে থামিল অমনি ;
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে যেই বিকচ বদন
হাসিতে ভাসিতে ছিল, মলিন এখন।

১৯

বেগে ফরসির নল ফেলিয়া ভূতলে,
আসন হইতে যুবা চকিতে উঠিল ;
ভেসেছিল যেই চিন্তা নারীঅশ্রুজলে,
আবার হৃদয়ে বিষদন্ত বসাইল ;
গভীর চরণক্ষেপে, অবনত মুখে,
ভ্রমিতে লাগিল ধীরে চিন্তাকুল মনে ;
যতেক রমণীগণ বসে মনোদুখে,
মাথে হাত দিয়া কাঁদে ভূতল-আসনে ;

ক্ষণেক নীরবে ভ্রমি যবন রাজন,
দাঁড়াল গবাক্ষে বাহু করিয়া স্থাপন।

২০

দেখিল অনতিদূরে অন্ধকার হরি
জ্বলিছে শত্রুর আলো আলেয়ার প্রায়,
বহুক্ষণ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করি,
চমকিল অকস্মাৎ, ঝরিল ধরায়
একটি অশ্রুর বিন্দু ; একটি নিশ্বাস
বহিল; চলিল নৈশ সমীরণ ভরে
শত্রু-আলোরাশি যেন করিতে বিনাশ ;
কিম্বা রাজহিংসা বিষ মাখি কলেবরে,
চলিল সত্বরে যেন শত্রুর শিবিরে,
বিনা রণে অরিবৃন্দ বধিতে অচিরে।

২১

প্রবল-ঝটিকা-শেষে জলধি যেমন
ধরে সুপ্রশান্ত ভাব, উন্মত্ত তরঙ্গে
কিছুক্ষণ করি বেগে সিন্ধু বিলোড়ন,
ক্রমশঃ বিলীন হয় সলিলের সঙ্গে ;
তেমতি নিঃশ্বাস শেষে নবাবের মন
হইল অপেক্ষাকৃত স্থির সুশীতল ;
মুহূর্ত্তেক মনোভাব করি নিরীক্ষণ
বলিতে লাগিল ধীরে চাহি ধরাতল।

" কেন আজি ?"—এই কথা বলিতে বলিতে
অবরুদ্ধ হলো কণ্ঠ শোক-সলিলেতে।

২২

" কেন আজি মন মম এত উচাটন ?
বোধ হয় বিষে মাখা সকল সংসার !
কেন আজি চিন্তাকুল হৃদয় এমন ?
কেমনে হইল এই চিন্তার সঞ্চার ?
বিধবার অশ্রুধারা, অনাথ-রোদন,
সতীত্বরতন-হারা রমণীর মুখ,
নিদারুণ যাতনায় যাদের জীবন
বধিয়াছি, নিরখিয়া তাহাদের মুখ,
হর্ষ-বিকসিত হতো যাহার বদন,
তার কেন আজি হলো সজল লোচন ?

২৩

" শত্রুর শিবির পানে ফিরালে নয়ন,
প্রত্যেক আলোক কাছে, নাজানি কেমন
নিরখি চিত্রিত মম যত নিদারুণ
অত্যাচার অনুতাপে জ্বলে উঠে মন;
মনে করি হলো মম দৃষ্টির বিভ্রম,
অমনি রুমালে আমি মুছি দুনয়ন ;
কিন্তু হৃদয়েতে যেই কলঙ্ক বিষম,
ঘুচিবে সে দোষ কেন মুছিলে নয়ন ?

পরিষ্কারি নেত্রদ্বয় দেখিলে আবার,
সেই চিত্র স্পষ্টতর দেখি পুনর্ব্বার।

২৪

" দেখি বিভীষিকা মূর্ত্তি ভয়াকুল মনে,
নিরখি নিবিড় নৈশ আকাশের পানে,
প্রত্যেকে একটি পাপ চিত্রিয়া গগনে,
দেখায় প্রত্যেক তারা বিবিধ বিধানে।
যেই সব পাপ-কার্য্য করিতে সাধন,
কেশাগ্রও কোন দিন কাঁপেনি আমার
আজি কেন তারি চিত্র করি দরশন,
সিহরিয়া উঠে অঙ্গ কাঁপে বারম্বার ?
পাপ পুণ্য কার্য্যকালে সমান সরল,
অনুশোচনাই মাত্র পরিচয় স্থল !

২৫

" এই বঙ্গরাজ্যে অতি দীন নিরাশ্রয়
যেই সব প্রজাগণ, সারা দিন হায় !
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ক্লান্ত অতিশয় ;
অনশনে তরুতলে ভূতল-শয্যায়
করিয়া শয়ন, এই নিশীথে নির্ভয়ে,
লভিছে আরাম সুখে তারাও এখন।
আমি তাহাদের রাজা, আমি এ সময়ে
সুবাসিত কক্ষে কেন বসিয়া এখন ?

আকাশ পাতাল ভাবি বিষন্ন অন্তরে,
রে বিধাতঃ! রাজদণ্ডে নিদ্রাও কি ডরে?

২৬

"কি হয় কি হয় রণে জয় পরাজয়;
এই ভাবনায় কিগো চিন্তাকুল মন?
নিতান্ত যদ্যপি রণে হয় পরাজয়,
না পারিব কোন মতে বাঁচাতে জীবন,
আমি ত সমরক্ষেত্রে প্রাণান্তে আমার
যাইব না, পশিব না বিষম সংগ্রামে,
অরিবৃন্দ নখাগ্রও দেখিবে না যার,
কেমনে অলক্ষ্য তারে, বধিবে পরাণে?
তবে যদি শুনি রণে হারিব নিশ্চয়,
রাজদুর্গে একেবারে লইব আশ্রয়।

২৭

"কে বল আমার মত ভবিষ্যত কথা
ভাবিতেছে. এ প্রান্তরে বসিয়া বিরলে?
কে বল হৃদয়ে এত পাইতেছে ব্যথা,
ভাবি ভূতপূর্ব্ব কথা, ভাবি কর্ম্মফলে?
বাজাইয়া করতালি, বাজায়ে খঞ্জনী,
দুই হাতে তালি দিয়া প্রহরী সকল,
নাচিতেছে, গাইতেছে, চিন্তা-কালফণী
নাহি দংশে হৃদয়েতে, দহি অন্তস্তল;

সকলি আমোদে মত্ত নাহি কোন ভয়,
কি হয় কি হয় রণে জয় পরাজয়!

২৮

"অথবা কি ভয়মেঘে হৃদয়-গগন,
আবরিবে তাহাদের? নাহি রাজ্য ধন,
নাহি সিংহাসন, তবে কিসের কারণ
হবে তারা চিন্তাকুল বিষাদিত মন?
মৃত্যু? মৃত্যু দরিদ্রের তুচ্ছ অতিশয়;
করিতে আমার চিত্তে সন্তোষ বিধান
মরিয়াছে শত শত, তবে কোন্ ভয়?
দুঃখীনীর জীবন মৃত্যু একই সমান।
আমাদের ইচ্ছামত মরিতে, বাঁচিতে,
হয়েছে তাদের সৃষ্টি—এই পৃথিবীতে।

২৯

"যা হবে আমার হবে তাদের কি ভয়?
ভাঙ্গে যেই ঝটিকায় দেউল প্রাচীর,
উপাড়িয়া ফেলে উচ্চ মহীরুহচয়,
পরশে কি কভু পর্ণ দরিদ্রকুটির?
করে কি উচ্ছেদ নীচ ক্ষুদ্র তরু যত?
হায় রে তেমতি এই আসন্ন সমরে,
যায় যাবে মম রাজ্য, আমি হব হত;
কি দুঃখ হইবে তাহে প্রজার অন্তরে?

এক রাজা যাবে, পুনঃ অন্য রাজা হবে,
বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।

৩০

" কিম্বা মিরজাফরের মন্ত্রে সৈন্যদল
হইয়াছে উপবিষ্ট, কে বলিতে পারে ?
তবে এই রণসজ্জা চক্রান্ত কেবল,
প্রবঞ্চনা-ইন্দ্রজালে ভুলাতে আমারে ?
হয় ত আমারে কালি যত দুরাচার
অর্পিবে ক্লাইবে, কিম্বা বধিবে পরাণে,
তাই বুঝি তাহাদের আনন্দ অপার,
নাচিতেছে, গাইতেছে ; অথবা কে জানে
আততায়ী সেনাপতি পাপী কুলাঙ্গার,
শিবির করিবে আজি সমাধি আমার।

৩১

" নিশ্চয় বিদ্রোহী তারা নাহিক সংশয় ;
নতুবা ক্লাইব কোন্ সাহসের ভরে,
ওই ক্ষুদ্র সৈন্য লয়ে,—নাহি মনে ভয়—
এ বিপুল সেনা মম সম্মুখে সমরে ?
সরসীনিঃসৃত স্রোতে কোন্ মূঢ় জনে
সাহসে সিন্ধুর স্রোত চাহে ফিরাইতে ?
কিম্বা কোন্ মূর্খ বল ভীম প্রভঞ্জনে
পাখার বাতাস বলে চাহে বিমুখিতে ?

না জানি কি ষড়যন্ত্র হইয়াছে স্থির ;
অবশ্য হয়েছে কোন মন্ত্রণা গভীর।

৩২

" আমি মূর্খ, সর্ব্বনাশ করেছি আমার ;
মিরজাফরের এই চক্রান্ত জানিয়া,
রেখেছি জীবিত, ভুলে শপথে তাহার ;
ক্লাইবের পত্রে ছিনু নিশ্চিন্ত হইয়া ;
কে জানে ইংরাজজাতি এত মিথ্যাবাদী ?
এত আত্মম্ভরী ? এত কাপট্যআধার ?
কথায় স্বপক্ষ হয়, কার্য্যে প্রতিবাদী ?
তাদের ভরসা আশা মরীচিকা সার ?
এখন কোথায় যাই, কি করি উপায়,
বিশ্বাসঘাতকী হায় ডুবালে আমায় !

৩৩

" যদি কোনমতে কালি পাই পরিত্রাণ,
মিরজাফরের সহ যত বিদ্রোহীর,
মনোমত সমুচিত দিব প্রতিদান ;
বধিব সবংশে ; আগে যত রমণীর
বিতরি সতীত্বরত্ন আপন কিঙ্করে,
তাদের সম্মুখে ; পরে সস্ত্রীক সন্তান
কাটিব, শোণিত পিতা পতির উদরে
প্রবেশি বিদ্রোহতৃষা করিবে নির্ব্বাণ ;

পরে তাহাদের পালা,—প্রথম নয়ন—
ও কি!”—কক্ষে পদশব্দ করিয়া শ্রবণ,

৩৪

ভাবিল——আসিছে মিরজাফরের চর,
যমদূত; লুকাইল শিবিরকোণায়,
যখন জানিল নহে শমনের চর,
নিজ অনুচর মাত্র; বটপত্রপ্রায়
কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে হইয়া অস্থির,
বসিল ফরাসে ধীরে মাথে হাত দিয়া;
চিন্তিল অনেকক্ষণ;—“করিলাম স্থির,
যা থাকে কপালে আর, অদৃষ্ট ভাবিয়া,
ক্লাইবে লিখিব পত্র, দিব রাজ্য ধন
বিনা যুদ্ধে, যদি রক্ষে আমার জীবন।”

৩৫

অমনি লেখনী লয়ে লিখিতে বসিল,
লিখিতে লাগিল পত্র,—চলিল লেখনী;
আবার কি চিন্তা মনে উদয় হইল,
অর্দ্ধপত্রে, স্তব্ধ কর থামিল অমনি;
“কি বিশ্বাস ক্লাইবেরে! নিয়ে সিংহাসন,
নিয়ে রাজ্যভার”—এমন সময়ে
কানাতে মানবছায়া হইল পতন;
লেখনী ফেলিয়া দূরে পুনঃ প্রাণভয়ে

লুকাইল, শত্রুচর ভাবিয়া আবার;
কিন্তু বেগমের পরিচারিকা এবার!

৩৬

এইবার হতভাগা বুকে হাত দিয়া
বসিয়া পড়িল আর চরণ না চলে,
যায় যথা কাষ্ঠমঞ্চ ক্রমশঃ সরিয়া,
উদ্বন্ধনে দণ্ডিতের বদ্ধ পদতলে;
তেমতি এ অভাগার বোধ হলো মনে,
পৃথিবী চরণতলে, যেতেছে সরিয়া,
কাঁপিতে লাগিল প্রাণ দ্রুত প্রকম্পনে,
নির্গত হইবে যেন হৃদয় ফাটিয়া;
বহিতে লাগিল নেত্রে অশ্রু দর দরে,
বহুক্ষণ এইভাবে চিন্তিল অন্তরে।

৩৭

“না,—এই যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি,
এখনি পড়িব মিরজাফরের পায়ে,
রাখিয়া মুকুট, রাজদণ্ড তরবারি,
তাহার চরণতলে, পড়িয়া ধরায়
মাগিব জীবন ভিক্ষা; অন্তরে তাহার
অবশ্য হইবে দয়া” ভাবিয়া অন্তরে
মন্ত্রীর শিবির পানে উন্মাদ আকার
—বিস্তৃত নয়নদ্বয় কম্প কলেবরে—

ছুটিল ; আসিল যেই শিবিরের দ্বারে,
শত ভীম নরহন্তা সজিল আঁধারে।

৩৮

"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন!"
বলিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে বসিল ভূতলে ;
অমনি বিদ্যুৎ- বেগে করিয়া বেষ্টন,
ধরিল রমণী-ভুজ-মৃণাল-যুগলে ;
শিবিরের এক পার্শ্বে পর্য্যঙ্ক উপরে,
বসিয়া রমণী এক প্রথম হইতে,
নবাবের ভাব দেখি বিষণ্ণ অন্তরে,
শয্যা ভিজাইতেছিল নয়নবারিতে ;
নবাবে ছুটিতে দেখি উন্মাদ আকার,
গিয়াছিল বিষাদিনী পশ্চাতে তাহার।

৩৯

কামিনী-কোমল-স্নিগ্ধ- অঙ্গ পরশিতে,
কিছু পরে বঙ্গেশ্বর চেতন পাইয়া,
অবোধ শিশুর মত লাগিল কাঁদিতে ;
বিষাদিনী প্রেয়সীর গলায় ধরিয়া।
রোদনের শব্দে পরিচারিকামণ্ডল
আসিয়া, নবাবে নিল পর্য্যঙ্কে তখনি,—
নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্র গেলা অস্তাচল ;
"একি নাথ!" জিজ্ঞাসিল বিষাদিনী ধনী,

অভাগা অস্ফুটস্বরে বলিল তখন—
"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন!"

৪০

নিদাঘনিশীর শেষে নীরব অবনী ;
নিবিড় তিমিরে ঢাকা ভূতল গগন ;
দুই এক তারা হয়ে মলিন অমনি,
জ্বলিতেছে শিবিরের আলোর মতন ;
ভবিষ্যত ভাবি যেন বঙ্গ বিষাদিনী,
কাঁদিতেছে ঝিল্লিরবে ; পলাশি প্রাঙ্গণ
ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি, চিত্তবিদারিণী ;
মুহূর্ত্ত নবাব ধ্বনি করিল শ্রবণ,—
অন্ধকারে ধ্বনি যেন নিয়তি বচন
কি বলিল, সিহরিল সভয়ে যবন।

৪১

"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন!"
বলিতে বলিতে ক্লান্ত হলো কলেবর ;
নিদাঘশর্ব্বরী-শেষে নৈশ সমীরণ,
বহিছে স্বনিয়া আম্রকানন ভিতর।
অতিক্রমি বাতায়ন শীতল সমীর,
ব্যজন করিতেছিল নবাবে তখন,
ভাবনায়, অনিদ্রায় হইয়া অধীর,
অমনি অজ্ঞাতে ধীরে মুদিল নয়ন ;

বিকট স্বপন যত দেখিল নিদ্রায়,
বলিতে শোণিত, কণ্ঠ শুকাইয়া যায়।

৪২

প্রথম স্বপ্ন।

" রাজ্যলোভে মুগ্ধ হয়ে অরে দুরাচার
অকালে আমারে, দুষ্ট, করিলি নিধন!
কালি রণে প্রতিফল পাইবি তাহার,
সহিবি রে অনুতাপ আমার মতন!"

দ্বিতীয় স্বপ্ন

" সিরাজ, তোমার আমি পিতৃব্যকামিনী;
হরি মম রাজ্য ধন, করি দেশান্তর,
অনাহারে বধিলি এ বিধবা দুঃখিনী
কেমনে রাখিবি ধন, এবে চিন্তা কর্!"

তৃতীয় স্বপ্ন।

" আমারে ডুবায়ে জলে বধিলি জীবনে,
ডুবিবে জীবনতরি কালি তোর রণে!"

৪৩

চতুর্থ স্বপ্ন।

" আমি পূর্ণগর্ভবতী নবীনা যুবতী,
এই দেখ গর্ভ মম করিয়া বিদার,
দেখেছিলি সুত মম, ওরে দুষ্টমতি!
কালি রণে পাবি তুই প্রতিফল তার!"

পঞ্চম স্বপ্ন।

" আমি সে হোসন্ কুলি, ওরে রে দুর্জ্জন!
যারে তুই নিজহস্তে করিলি নিপাত;
মম শাপে তোর রক্ত হইবে পতন,
যেইখানে করেছিলি মম রক্তপাত;
নিদ্রা যাও আজি পাপী জন্মের মতন,
অনন্ত নিদ্রায় শীঘ্র মুদিবে নয়ন!"

৪৪

ষষ্ঠ স্বপ্ন।

" পূরাইতে পাপ আশা, বালিকা বয়সে
বলেতে আমারে পাপি! করি আলিঙ্গন,
বধিলি জীবন মম বিবাহ-দিবসে;
হারাইবি সেই পাপে প্রাণ, রাজ্য, ধন!"

সপ্তম স্বপ্ন।

" রে পাপিষ্ঠ! অন্ধকূপে যম-যাতনায়,
জান না কি আমাদের করেছ নিধন?
কালি রণে স্বদেশীর হইয়া সহায়,
অধীনতারক্তে বঙ্গ দিব বিসর্জ্জন;
দেখিবি, দেখিবি, পাপি! জীয়ন্তে যেমন,
ইংরাজের প্রতিহিংসা মলেও তেমন।"

৪৫

তামসী-রজনী-শেষে সুনীল অম্বরে
বঙ্কিম রজতরেখা ভাসিল এখনি,

বঙ্গ-ভবিষ্যৎ আহা! ভাবিয়া অন্তরে
হয়েছে কঙ্কাল-শেষ যেন নিশামণি;
সশস্ত্র সমর-মূর্ত্তি করি দরশন,
ভয়ে নিশীথিনীনাথ ছিল লুকাইয়া,
এবে ধীরে দেখা দিল, পলাশিপ্রাঙ্গণ,
বৃক্ষ-অন্তরাল হতে, নীরব দেখিয়া।
কালি যাহা অস্ত্রে অস্ত্রে হবে বিদারিত,
আজি সেই রঙ্গভূমি নীরব নিদ্রিত।

৪৬

নীরবে উঠিল শশী; নীরবে চন্দ্রিকা
নিরখিল, আলিঙ্গিতে ধরি বঙ্গগলে,
কাঁদিয়াছে বঙ্গ-চির-পিঞ্জর-সারিকা,
কত শত মুক্তাবলী শ্যাম দুর্ব্বাদলে,
নিরখিল কত পত্র, কত ফুল ফল,
তিতিয়াছে দুঃখিনীর নয়নের নীরে;
নীরবে শিবিরশ্রেণী শোভিছে কেবল,
ধবল-বালুকা-স্তূপ যথা সিন্ধুতীরে;
অথবা গোগৃহক্ষেত্রে যেমতি কৌরব,
সম্মোহন-অস্ত্রে যবে মোহিল পাণ্ডব।

৪৭

জগত ঈশ্বরী নিদ্রা, শান্তির আধার,
সিংহাসনচ্যুত আজি পলাশিপ্রাঙ্গণে;

মানব-নয়ন-রাজ্য নাহি অধিকার,
বিষাদে ভ্রমিছে আজি এই রণাঙ্গণে;
অজ্ঞাতে, অদৃশ্য করে, প্রেম- পরশনে,
করে যদি নিমিলিত কাহারো নয়ন;
প্রহরীর পদশব্দে, পবন-স্বননে,
চকিতে অভুক্ত তন্দ্রা ভাঙ্গে সেইক্ষণ;
ভয়,—মানবের সুখ-সম্ভোগ বিনাশি—
ভীষ্মশরশয্যা আজি করেছে পলাশি।

৪৮

গভীর নীরব এবে নবাবশিবির,
দাস দাসী কক্ষে কক্ষে জাগিছে নীরবে;
কেবল জ্বলিছে দীপ; বহিছে সমীর,
সশঙ্কিত চিত্তে যেন সর সর রবে।
ঘন ঘন নবাবের মলিন বদনে
বিকাশিছে স্বেদবিন্দু উৎকট স্বপন;
পর্য্যঙ্ক-উপরে বসে বিষাদিত মনে,
পূর্ব্বপরিচিত সেই রমণীরতন;
রুমালে কোমল করে সেই স্বেদজল,
নীরবে বসিয়া বামা মুছিছে কেবল।

৪৯

প্রেমপূর্ণ স্থিরনেত্রে আনতবদনে,
চেয়ে আছে বিষাদিনী পতিমুখ পানে;

বঙ্গ-ভবিষ্যৎ আহা! ভাবিয়া অন্তরে
হয়েছে কঙ্কাল-শেষ যেন নিশামণি;
সশস্ত্র সমর-মূর্ত্তি করি দরশন,
ভয়ে নিশীথিনীনাথ ছিল লুকাইয়া,
এবে ধীরে দেখা দিল, পলাশিপ্রাঙ্গণ,
বৃক্ষ-অন্তরাল হতে, নীরব দেখিয়া।
কালি যাহা অস্ত্রে অস্ত্রে হবে বিদারিত,
আজি সেই রঙ্গভূমি নীরব নিদ্রিত।

৪৬

নীরবে উঠিল শশী; নীরবে চন্দ্রিকা
নিরখিল, আলিঙ্গিতে ধরি বঙ্গগলে,
কাঁদিয়াছে বঙ্গ-চির-পিঞ্জর-সারিকা,
কত শত মুক্তাবলী শ্যাম দুর্ব্বাদলে,
নিরখিল কত পত্র, কত ফুল ফল,
তিতিয়াছে দুঃখিনীর নয়নের নীরে;
নীরবে শিবিরশ্রেণী শোভিছে কেবল,
ধবল-বালুকা-স্তূপ যথা সিন্ধুতীরে;
অথবা গোগৃহক্ষেত্রে যেমতি কৌরব,
সম্মোহন-অস্ত্রে যবে মোহিল পাণ্ডব।

৪৭

জগত ঈশ্বরী নিদ্রা, শান্তির আধার,
সিংহাসনচ্যুত আজি পলাশিপ্রাঙ্গণে;

মানব-নয়ন-রাজ্য নাহি অধিকার,
বিষাদে ভ্রমিছে আজি এই রণাঙ্গণে;
অজ্ঞাতে, অদৃশ্য করে, প্রেম- পরশনে,
করে যদি নিমিলিত কাহারো নয়ন;
প্রহরীর পদশব্দে, পবন-স্বননে,
চকিতে অভুক্ত তন্দ্রা ভাঙ্গে সেইক্ষণ;
ভয়,—মানবের সুখ-সম্ভোগ বিনাশি—
ভীষ্মশরশয্যা আজি করেছে পলাশি।

৪৮

গভীর নীরব এবে নবাবশিবির,
দাস দাসী কক্ষে কক্ষে জাগিছে নীরবে;
কেবল জ্বলিছে দীপ; বহিছে সমীর,
সশঙ্কিত চিত্তে যেন সর সর রবে।
ঘন ঘন নবাবের মলিন বদনে
বিকাশিছে স্বেদবিন্দু উৎকট স্বপন;
পর্য্যঙ্ক-উপরে বসে বিষাদিত মনে,
পূর্ব্বপরিচিত সেই রমণীরতন;
রুমালে কোমল করে সেই স্বেদজল,
নীরবে বসিয়া বামা মুছিছে কেবল।

৪৯

প্রেমপূর্ণ স্থিরনেত্রে আনতবদনে,
চেয়ে আছে বিষাদিনী পতিমুখ পানে;

বিলম্বিত কেশরাশি, আবরি আননে
পড়িয়াছে পতিবক্ষে, শয্যা-উপাধানে ;
এক ভুজবল্লী শোভে পতি-কণ্ঠতলে,
অন্য করে মুছে নাথ-বদন-মণ্ডল ;
থেকে থেকে তিতি বামা নয়নের জলে,
প্রেমভরে পতিমুখ চুম্বিছে কেবল ;
মুছাইতে স্বেদবিন্দু, বামার নয়ন
অমর দুর্ল্লভ অশ্রু করিছে বর্ষণ।

৫০

নির্জ্জন কাননে বসি জনকনন্দিনী,
—নিদ্রিত রাঘবশ্রেষ্ঠ উরু-উপাধানে—
ফেলেছিল যেই অশ্রু সীতা অভাগিনী,
চাহি পথশ্রান্তে পতি নরপতি পানে ;
অথবা বিজন বনে, তমসা নিশীথে,
মৃতপতি লয়ে কোলে সাবিত্রী দুঃখিনী,
ফেলেছিল যেই অশ্রু ; এই রজনীতে
ফেলিতেছে সেই অশ্রু এই বিষাদিনী ;
তুচ্ছ বঙ্গ-সিংহাসন—এই অশ্রু তরে
তুচ্ছ করি ইন্দ্রপদ অম্লান অন্তরে।

৫১

এ দিকে ক্লাইব নিজ শিবিরে বসিয়া,
জাগরণে, ব্যস্ত মনে, কাটিছে রজনী ;

অনিশ্চিত ভবিষ্যত মনেতে ভাবিয়া,
থেকে থেকে ভয়ে বীর কাঁপিছে অমনি।
" এত অল্প সেনা লয়ে " ভাবিছে " কেমনে
পরাজিব অগণিত নবাবের দল ?
কে জানে যদ্যপি হয় পরাজয় রণে,
ইংলণ্ডের সব আশা হইবে বিফল ;
দুর্লঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি এক জন আর,
শ্বেতদ্বীপে কভু নাহি ফিরিবে আবার।

৫২

" একেত সংখ্যায় অল্প সৈনিকের দল ;
তাহাদের মধ্যে তাহে নাহি এক জন,
সুশিক্ষিত যুদ্ধশাস্ত্রে ; প্রায় ত সকল
সমরে অদূরদর্শী শিশুর মতন ;
অধিকাংশ এইমাত্র লেখনী ছাড়িয়া,
অনিচ্ছায় তরবারী লইয়াছে করে,
কেমনে এমন ক্ষীণ তৃণদল দিয়া
অসংখ্য অশনীরন্দ কাটিব সমরে ?
ফিরে যাই, কায নাই বিষম সাহসে,
স্বইচ্ছায় কে কোথায় ব্যাঘ্রমুখে পশে ?

৫৩

" ফিরে যাব ? কোথা যাব ? স্বদেশে আমার ?
বৎসরের পথে বল যাইব কেমনে ?

ওই ভাগীরথী নদী না হইতে পার,
আক্রমিবে কালসম দুরন্ত যবনে ;
জনে জনে নিজ হস্তে বধিবে জীবনে,
অথবা করিবে বন্দী রাজ-কারাগারে ;
কাঁদি যদি দীনভাবে পড়িয়া চরণে
জীয়ন্ত নির্দ্দয় নাহি ছাড়িবে কাহারে ;
কি কাজ পলায়ে তবে শৃগালের প্রায়,
যুঝিব, শুইব রণে অনন্ত শয্যায়।

৫৪

" আমারা বীরের পুত্র, যুদ্ধব্যবসায়ী ;
আমাদের স্বাধীনত্ব বীরত্ব জীবন ;
রণক্ষেত্রে এই দেহ হলে ধরাশায়ী,
তথাপি ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন ;
করিব না, করে অসি থাকিতে আমার,
জননীর শ্বেত অঙ্গে কলঙ্ক অর্পণ ;
মরিব, মারিব শত্রু, করিব সংহার,
বলিলাম এই অসি করি আস্ফালন ;
শ্বেতদ্বীপ ! যিনি রণ ফিরিব আবার,
তা না হয়, এইখানে বিদায় সবার ! "

৫৫

স্বগত চিন্তার স্রোত না হইতে স্থির,
অজ্ঞাতে অন্যত্র চিত্ত হলো আকর্ষিত ;

ব্রিটিস যুবক কেহ হইয়া অধীর,
বর্ষিতেছে প্রেমময়, মধুর সঙ্গীত ;—

সঙ্গীত।

১

"প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার !
কি বলিয়া প্রিয়তমে ! হইব বিদায় ;
বচন না সরে মুখে,
হৃদয় বিদরে দুঃখে,
উচ্ছ্বসিত আজি প্রিয়ে ! প্রেম-পারাবার ;
অনন্তলহরী তাহে নাচিয়া বেড়ায় ;
প্রত্যেক কল্লোলে প্রাণ,
গায় তব প্রেমগান,
প্রত্যেক হিল্লোলে আজি চুম্বে বারম্বার,
প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার !

২

" প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার !
সমুদ্রের এক প্রান্তে ভাসিলে চন্দ্রমা,
সীমা হতে সীমান্তরে,
হাসে সিন্ধু সেই করে ;
রজত-চন্দ্রিকাময় হয় পারাবার ;
তেমতি যদিও তুমি ইংলণ্ডে উদিত,

প্রিয়ে তব রূপরাজি,
ভাবতে ভাসিছে আজি,
ভাসিতেছে প্রিয়তমে! চিত্তে অভাগার;
প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!

৩

"প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!
যেই দিন দুরাকাঙ্ক্ষা তরী আরোহিয়া,
লঙ্ঘিয়া প্রবল সিন্ধু,
ছাড়িয়া প্রণয়-ইন্দু,
আসিয়াছে দেশান্তরে প্রণয়ী তোমার;
সেই দিন প্রিয়তমে! আবার, আবার,
আজি এই রণস্থলে,
দুর্নিবার স্মৃতিবলে,
পড়ি মনে উছলিছে প্রেম-পারাবার,
প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!

৪

"প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!
সরল তরল হাসি মাখিয়া অধরে,
বলেছিলে—'প্রিয়তম!
পরাতে গলায় মম,
আনিবেনা গোলকণ্ডা হীরকের হার?'
আবার সজল নেত্রে, বঙ্কিম গ্রীবায়

রেখে মম বামকর,
বলেছিলে,—'প্রাণেশ্বর!
এই হার বিনে কিছু নাহি চায় আর,'
প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!

৫

"প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!
যেই প্রেম-অশ্রুরাশি আজি অভাগার,
ঝরিতেছে নিরবধি,
তরল না হত যদি,
গাঁথিতাম যেই হার তব উপহার;
কিছার ইহার কাছে গোলকণ্ডাহার!
প্রতি অশ্রু আলোকিয়ে,
বিরাজিতে তুমি প্রিয়ে!
তব প্রেম বিনে মূল্য হতো না তাহার,
প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!

৬

"প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার!
এই ছিল সারা নিশি তমসা রজনী;
এই মাত্র সুধাকর,
বরষি বিমল কর,
রঞ্জিল কিরণজালে সকল সংসার;
হায়! এ বিষাদদীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে,

তব রূপ নিরুপম,
আঁধার হৃদয় মম,
আলোকিবে পুনঃ কি এ জনমে আবার ?
প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার !

৭

" প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার !
কিম্বা কালি,—ভেবে বুক বিদরিয়া যায় !—
কালি ওই রণাঙ্গনে,
অভাগার দুনয়নে,
সেইরূপ—এই আশা—হইবে আঁধার ;
তবে অশ্রুসিক্ত তব ক্ষুদ্র চিত্রখানি,
রাখিয়া হৃদয়োপরে,
মরিব প্রণয়ভরে,
জন্মের মতন আহা ! ডাকি একবার,—
প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার ! !

৮

" প্রিয়ে, কেরোলাইনা, আমার !
যায় নিশি,—এই নিশি—প্রেয়সি ! আবার ;
পুনঃ এই সুধাকর,
তারাময় নীলাম্বর,
হইবে কি সমুদিত নয়নে আমার ?
জীবনের শেষ দিবা হয় ত প্রভাত

হইতেছে পূর্ব্বাচলে,
কালি নিশি নেত্রজলে,
হতভাগা স্মরিবে না,—ডাকিবে না আর,—
প্রিয়ে, কেরোলাইনা আমার ! "

নীরবিল যুবা,—যেন নৈশ সমীরণে
হইল জীবন মন শেষ তানে লয় ;
সেই তান ক্লাইবের পশিল শ্রবণে ;
ঝরিল একটি অশ্রু, দ্রবিল হৃদয় ;
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ হইল নির্গত—
" প্রিয়তমে মেস্কিলিন্ !—জনমের মত ! "

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

যুদ্ধ।

১

পোহাইল বিভাবরী পলাশি-প্রাঙ্গণে,
পোহাইল ভারতের সুখের রজনী ;
চিত্রিয়া ভারত-ভাগ্য আরক্ত গগণে,
উঠিলেন দুঃখভরে ধীরে দিনমণি ;
শান্তোজ্জ্বল কররাশি চুম্বিয়া অবনী,
প্রবেশিল আম্রবনে ; প্রতিবিম্ব তার
শ্বেতমুখ শতদলে ভাসিল অমনি ;
ক্লাইবের মনে হল স্ফূর্ত্তির সঞ্চার ;
সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন,
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।

২

নীরবে পোহাল নিশি ; নীরব সকল ;
রণক্ষেত্রে একেবারে না বহে বাতাস ;
একটি পল্লব নাহি করে টলমল ;
একটি যোদ্ধার আর নাহি বহে শ্বাস ;
শকুনী, গৃধিনী, কাক, শালিকের দল,
নীরবে বসিয়া স্থির শাখার উপরে ;
দূরে নীল গঙ্গা এবে শান্ত অচঞ্চল ;
একটি হিল্লোল নাহি কাঁপে সরোবরে ;
রণপ্রতীক্ষায় স্থির পলাশি-প্রাঙ্গণ,
প্রলয়ে ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন।

১

ব্রিটিসের রণবাদ্য বাজিল অমনি,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।

২

নাচিল সৈনিক-রক্ত ধমনী ভিতরে,
মাতৃকোলে শিশুগণ,
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

৩

নিনাদে সমররঙ্গে নবাবের ঢোল,

ভীমরবে দিগঙ্গনে,
কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে,
উঠিল অম্বর-পথে করি ঘোর রোল।

৪

ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
কৃষক লাঙ্গল করে,
দ্বিজ কোষাকুষি ধ'রে,
দাঁড়াইল বজ্রাহত পথিক যেমন।

৫

অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত অসি ধরি যোদ্ধৃগণ,
বারেক গগণ প্রতি,
বারেক মা বসুমতী,
নিরখিল যেন এই জন্মের মতন।

৬

ভাগীরথী-উপাসক আর্য্যসুতগণ,
ভক্তিভাবে কিছুক্ষণ,
করি গঙ্গা দরশন,
'গঙ্গামাই' বলে সবে ডাকিল তখন;

৭

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্পভরে,
তুলি নিল অংসোপরে;
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হলো রণস্থল।

৮

বেগবতী স্রোতস্বতী ভৈরবী গর্জ্জনে,
সলিল সঞ্চার করি,
যায় ভীম বেগ ধরি,
প্রতিকূল শৈলপ্রতি তাড়িত গমনে।

৯

অথবা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র, কুরঙ্গ কাননে
করে যদি দরশন,
দলি গুল্ম লতাবন,
তীরবৎ ছুটে বেগে মৃগ আক্রমণে।

১০

তেমতি নবাব-সৈন্য বীর অনুপম,
আম্রবন লক্ষ্য করি,
এক স্রোতে অস্ত্র ধরি,
ছুটিল সকলে যেন কালান্তক যম!

১১

অকস্মাৎ একেবারে শতেক কামান,
করিল অনলবৃষ্টি,
যেন বিনাশিতে সৃষ্টি,
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হলো তিরোধান!

১২

অস্ত্রাঘাতে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের প্রায়,

ক্লাইব নির্ভয় মন,
করি রশ্মি আকর্ষণ,
আসিল তুরঙ্গোপরে রাখিতে সেনায়।

১৩

'সম্মুখে' 'সম্মুখে' বলি সরোষে গর্জ্জিয়া,
করে অসি তীক্ষ্ণ ধার,
ব্রিটিসের পুনর্ব্বীর,
নির্ব্বাপিত-প্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।

১২

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত অনল।

১৫

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ভাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
চাহিল আকাশ পানে.
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।

১৬

পাখিগণ কলরব করি ব্যস্তমনে,
পশিল কুলায়ে ডরে ;
গাভীগণ ছুটে রড়ে,
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁফাল সঘনে।

১৭

আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন ;
উগরিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশ দিশি,
গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিস বাজন।

১৮

আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন ;
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীমরব ফাটিল গগণ।

১৯

সেই ভীমরবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে, পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্ঝনা।

২০

খেলিছে বিদ্যুৎ একি ধাঁধিয়া নয়ন !
লাখে লাখে তরবার,
ঘুরিতেছে অনিবার,
রবিকরে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন।

২১

ছুটিল একটি গোলা রক্তিম-বরণ,

বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
ভূতলে হইল মিরমদন পতন!

২২

"হুর্‌রো, হুর্‌রো" করি গর্জ্জিল ইংরাজ;
নবাবের সৈন্যগণ,
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
পালাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ।

১৩

"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ,
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"
গর্জ্জিল মোহনলাল "নিকট শমন!

২৪

"আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারোনা থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন!

২৫

"ভারতে পাবিনা স্থান করিতে বিশ্রাম,
নবাবের মাথা খেয়ে,
কেমনে আসিলি ধেয়ে,
মরিবি মরিবি ওরে যবন-সন্তান!

২৬

"সেনাপতি! ছিছি একি! হা ধিক্ তোমারে!
কেমনে বহনা হায়!
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
অসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে!

২৭

"ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ,
দাঁড়াইয়া অকারণ,
গণিতেছে লহরী কি রণ পয়োধির?

২৮

"দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার,
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব কি দেখিছ আর?

২৯

"ভেবেছ কি শুধু রণে করি পরাজয়,
রণমত্ত শত্রুগণ,
ফিরে যাবে ত্যজি রণ;
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয়?

৩০

"মূর্খ তুমি!——মাটি কাটি লভি কহিনুর,

ফেলিয়া সে রত্ন হায়!
কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর?

৩১

" কিম্বা যেই পাপে বঙ্গ করেছ পীড়িত;
হতভাগ্য হিন্দুজাতি,
দহিয়াছ দিবারাতি,
প্রায়শ্চিত্ত কাল বুঝি এই উপস্থিত।

৩২

" সামান্য বণিক্ এই শত্রুগণ নয়,
দেখিবে তাদের হায়!
রাজা, রাজ্য ব্যবসায়,
বিপণি সমর-ক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময়।

৩৩

" নিশ্চয় জানিও রণে হলে পরাজয়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল-ভার,
ঘুচিবেনা জন্মে আর,
অধীনতা বিষে হবে জীবন সংশয়।

৩৪

" যেই হিন্দু জাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দুজাতি সনে,
নিশ্চয় জানিবে মনে,
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত।

৩৫

" অধীনতা, অপমান, সহি অনিবার,
কেমনে রাখিবে প্রাণ,
নাহি পাবে পরিত্রাণ,
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক্ হইবে অঙ্গার।

৩৬

" সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বৎসর,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত
করে অনিবার, প্রীত
বরঞ্চ হইব তাহে, তবু হা ঈশ্বর!

৩৭

" একদিন—একদিন—জন্ম জন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন;
যন্ত্রণা অপরিসীম,
নাহি সহি যেন নর-গৃধিনীর করে!

৩৮

" হারাস্ নে, হারাস্ নে, রে মূর্খ যবন!
হারাস্ নে এ রতন,
এই অপার্থিব ধন,
হারাইলে আর নাহি পাইবি কখন।

৩৯

" বীরপ্রসবিনী যত মোগল-রমণী,

না বুঝিনু কি প্রকারে,
প্রসবিল কুলাঙ্গারে,
চঞ্চলা যবন-লক্ষ্মী বুঝিনু এখন।

৪০

" প্রণয়-কুসম-হার রে ভীরু দুর্ব্বল!
পরাইলি যে গলায়,
বলনা রে কি লজ্জায়,
পরাইবে সে গলায় দাসত্বশৃঙ্খল?

৪১

" চির উপার্জ্জিত যেই কুলের গৌরব;
কেমনে সে পূর্ণশশী,
কলঙ্কে করিলি মসি,
ততোধিক যবনের কি আছে বিভব?

৪২

"ভুবন-বিখ্যাত সেই যশের কারণ,
বণিতা দুহিতা তরে,
লও অসি লও করে,
ভারতের লাগি সবে কর তবে রণ।

৪৩

" কোথায় ক্ষত্রিয়গণ সমরে শমন;
ছিছি ছিছি ছিছি একি কায,
ক্ষত্রকুলে দিয়ে লাজ,
কেমনে শত্রুরে পৃষ্ঠ করালি দর্শন?

৪৪

" বীরের সন্তান তোরা বীর-অবতার;
স্বকুলে দিলিরে ঢালি,
এমন কলঙ্ককালি,
শৃগালের কায, হয়ে সিংহের কুমার!

৪৫

" কেমনে যাবিরে ফিরে ক্ষত্রিয়সমাজে,
কেমনে দেখাবি মুখ,
জীবনে কি আছে সুখ,
স্ত্রীপুত্র তোদের যত হাসিবেক লাজে।

৪৬

" ক্ষত্রিয়ের একমাত্র সাহস সহায়;
সে বীরত্ব প্রভাকরে,
অর্পি ভীরু! রাহুকরে,
কেমনে ফিরিবি ঘরে কি ছার আশায়?

৪৭

" কি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান;
রাখিব রাখিব মান,
যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
সাধিব সাধিব সবে প্রভুর কল্যাণ!

৪৮

" চল তবে ভ্রাতাগণ চল পুনর্ব্বার,

দেখিব ইংরাজ দল,
শ্বেত-অঙ্গে কত বল,
আর্য্যসুতে জিনে রণে হেন সাধ্য কার ?

৪৯

" বীর-প্রসূতীর পুত্র আমরা সকল ;
না ছাড়িব একজন,
কভু না ছাড়িব রণ,
শ্বেত-অঙ্গে রক্তস্রোত না হলে অচল।

৫০

" দেখাব ভারতবীর্য্য দেখাব কেমন ;
বলে যদি হীমাচল,
করে তারা রসাতল,
না পারিবে টলাইতে একটি চরণ।

৫১

" যদি তারা প্রভাকর উপাড়িয়া বলে
ডুবায় সিন্ধুর জলে
তথাপি ক্ষত্রিয় দলে,
টলাইতে না পারিবে, বল কি কৌশলে।

৫২

" সহে না বিলম্ব আর চল ভ্রাতাগণ,
চল সবে রণস্থলে,
দেখিব কে জিনে বলে,
ইংরাজের রক্তে আজি করিব তর্পণ ? "

৫৩

ছুটিল ক্ষত্রিয় দল, ফিরিল যবন,
যেমতি জলধি জলে,
প্রকাণ্ড তরঙ্গ দলে,
ছুটে যায়, বহে যবে ভীম প্রভঞ্জন !

৫৪

বাজিল তুমুল যুদ্ধ অস্ত্রের নির্ঘাত,
তোপের গর্জ্জন ঘন,
ধূম অগ্নি উদ্গীরণ,
জলধরমধ্যে যেন অশনিসম্পাত।

৫৫

নাচিছে অদৃষ্ট দেবী, নির্দ্দয় হৃদয়,
এই ব্রিটিসের পক্ষে,
এই বিপক্ষের বক্ষে,
এইবার ইংরাজের হলো পরাজয়।

৫৬

অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,
" ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ,
কর অস্ত্র সম্বরণ,
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।"

৫৭

উত্থিত-কৃপাণ কর হইল অচল,

সম্মুখ চরণদ্বয়,
পবনে উত্থিত হয়,
দাঁড়াল নবাবসৈন্য হইল চঞ্চল।

৫৮

যেমতি শিখরত্যাগি পার্ব্বতীয় নদী,
করি তরু উন্মূলন,
ছিঁড়ি গুল্ম লতা বন,
অবরুদ্ধ হয় শৈলে অর্দ্ধ পথে যদি,

৫৯

অচল শিলার সহ যুঝি বহুক্ষণ,
যদি কোনমতে তারে,
বারেক টলাতে পারে,
উড়াইয়া শিলা হয় ভূতলে পতন।

৬০

তেমতি বারেক যদি টলিল যবন,
ইংরাজ সঙ্গিন করে,
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে,
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত সমন।

৬১

কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায়,
লাগিল ; সঙ্গিন যায়,
বরিষার ফোটাপ্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায়।

৬২

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি ব্রিটিস বাজনা,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয়ঘোষণা।

৬৩

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিতে আরক্ত-কায়,
অস্ত গেলা রবি, হায়!
অস্ত গেল যবনের গৌরব-ভাস্কর।

১

নিবিয়াছে মহাঝড় ; রণ-প্রভঞ্জন,
ভীম পরাক্রমে নর-মহীরুহ-চয়
উপাড়ি ধরায়, শান্ত হয়েছে এখন ;
সবিষাদে সমীরণ ধীরে ধীরে বয়।
মূর্চ্ছান্তে মোহনলাল মেলিয়া নয়ন,
দেখিলা সমর ক্ষেত্রে মুহূর্ত্ত তুলিয়া
ম্লান মুখ ; ক্ষত দেহে রক্ত প্রস্রবণ
ছুটিল, পড়িল শিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া ;
চাহি অস্তমিত প্রায় প্রভাকর পানে,
বলিতে লাগিল শোক-উচ্ছ্বসিত প্রাণে।

২

" কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির-বিষাদ-রজনী!
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্ম্মম অন্তরে,
ডুবায়ে ভারতভূমি যেওনা তপন;
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ করে,
কি দশা দেখিয়া, আহা! ডুবিছ এখন?
পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন!

৩

" অদৃষ্টচক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি,
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবর্ত্তন;
কাহার উন্নতি হবে, কার অবনতি,
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে আহা! বলে কোন জন?
কালি যেই স্থানে ছিল বৈজয়ন্ত ধাম,
আজি দেখি সেই স্থানে বিজন কানন;
ভীষণ সময়স্রোত, হায়, অবিরাম,
কত রাজ্য, রাজধানী, করেনি গমন;
সিরাজ সময়স্রোতে হইয়া পতন,
হারাল পলাশিক্ষেত্রে রাজ্য, সিংহাসন।

৪

" কোথায় ভারতবর্ষ,—কোথায় ব্রিটন,
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী, অনন্ত সাগর,
অগণিত রাজ্য, উপরাজ্য অগণন,
অর্দ্ধেক পৃথিবী মধ্যে ব্যাপি কলেবর;
ইংলণ্ডের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না ভারত;
ভারতের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না ব্রিটন;
পবনের গতি কিম্বা, কল্পনার রথ,
কোন কালে এত দূর করেনি গমন;
আকাশকুসুম কিম্বা মন্দার যেমন,
জানিত ভারত বাসী ইংলণ্ড তেমন।

৫

" সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়
ভারত-অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত;
এই রবি শীঘ্র অস্ত হইবার নয়,
খরতর, সমুজ্জ্বল, হইবে নিয়ত।
এক দিন,—দুই দিন,—বহুদিন আর,
কাষ্ঠপুতুলের মত অভাগা যবন,
বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমে নাহি করিবে বিহার;
কলঙ্কিত করিবে না বঙ্গসিংহাসন;
আজি, নহে কালি, কিম্বা দুই দিন পরে,
অবশ্য যাইবে বঙ্গ ইংলণ্ডের করে।

৬

" কিক্ষণে উদয় আজি হইল তপন !
কিক্ষণে প্রভাত হলো বিগত শর্ব্বরী ;
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-আসন,
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি ;
যবনের অবনতি করি দরশন,
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরববর্দ্ধিত,
কোন্ হিন্দুচিত্ত নাহি,—নিরাশাসদন—
হয়েছিল স্বাধীনতা-আশায় পূরিত ?
কিন্তু তব অস্ত সনে, কি বলিব আর,
সেই আশাজ্যোতিঃ আজি হইবে আঁধার।

৭

" নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোকসিন্ধুজলে ?
যাও তবে, যাও দেব, কি বলিব আর ?
ফিরিওনা পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে ;
কি জন্যে বল না আহা ! ফিরিবা আবার ?
ভারতে আলোকে কিছু নাহি প্রয়োজন ;
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ ;
কালি পূর্ব্বাসার দ্বার খুলিবে যখন
ভারতে নবীন দৃশ্য করিবে দর্শন।

৮

" আজি গেলে, কালি পুনঃ হইবে উদয়,
গেল দিন, এই দিন ফিরিবে আবার ;
ভারত-গৌরব-রবি ফিরিবার নয়,
ভারতের এই দিন ফিরিবে না আর ;
ফিরিবে না মৃতদেহে বিগত জীবন,
বাঁচিবে না রণাহত অভাগা সকল ;
মৃতদেহে নিপীড়িত শুষ্ক তৃণগণ,
কিছুদিন পরে পুনঃ পাবে নব বল ;
এবে মৃতদেহতলে, বৎসর অন্তরে,
জনমিবে পুনঃ তাদের উপরে।

৯

" এস সন্ধ্যে ! ফুটিয়া কি ললাটে তোমার
নক্ষত্র-রতন-রাজি করে ঝলমল ?
কিম্বা শুনে ভারতের দুঃখসমাচার,
কপালে আঘাত বুঝি করেছ কেবল,
তাহে এই রক্তবিন্দু হয়েছে নির্গত ?
এস শীঘ্র, প্রসারিয়া ধূসর অঞ্চল,
লুকাও ভারতমুখ দুঃখে অবনত ;
আবরিত কর শীঘ্র এই রণস্থল ;
রাশি রাশি অন্ধকার করি বরিষণ,
লুকাও অভাগাদের বিকৃত বদন।

১০

" কালি সন্ধ্যাকালে, এই হতভাগ্যগণ,
অহঙ্কারে স্ফীতবুক রমণীমণ্ডলে,
কালি নিশিযোগে লয়ে রমণীরতন,
আমোদে ভাসিতেছিল মন-কুতূহলে ;
প্রভাতে সমরসাজে সাজিল সকল,
মধ্যাহ্নে মাতিল দর্পে কালান্তক রণে ;
না ছুঁইতে প্রভাকর ভূধর-কুন্তল,
সায়াহ্নে শায়িত হলো অনন্ত শয়নে ;
বিপক্ষ, বান্ধব, অশ্ব, অশ্বারোহিগণ,
একই শয্যায় শুয়ে ক্ষত্রিয় যবন।

১১

" আসিলে যামিনী দেবী যে বঙ্গ-ভবন,
আমোদে পূর্ণিত হতো ; সঙ্গীত-হিল্লোল
উথলিত ব্যাপি ওই সুনীল গগণ ;
আজি সে বঙ্গেতে শুধু রোদনের রোল ;
পতিহীনা, পুত্রহীনা, ভ্রাতৃহীনা নারী,
ভ্রাতার বিয়োগে ভ্রাতা, করে হাহাকার ;
বজ্রসম পুত্রশোক, সহিতে না পারি,
কাঁদে কত পিতা ভূমে হয়ে দীর্ঘাকার ;
আজি অন্ধকার-পূর্ণ বঙ্গের সংসার,
কোন ঘরে নাই ক্ষীণ আলোকসঞ্চার !

১২

" এই নহে ভারতের রোদনের শেষ ;
পলাশিযুদ্ধের নহে এই পরিণাম ;—
যেই শক্তি-স্রোতস্বতী ভেদি বঙ্গদেশ,
নির্গত হইল আজি, ভ্রমি অবিশ্রাম
হীমাচল হতে বেগে করিবে গমন
কুমারীতে ; লঙ্কাদ্বীপে লঙ্ঘি পারাবার ;
প্রতিদিন ইহার বাড়িবে আয়তন,
হইবে তাহাতে ভীম ঝটিকা সঞ্চার ;
যবে পূর্ণবলে ক্রমে হবে বলবতী,
কার সাধ্য নিবারিবে এই স্রোতস্বতী ?

১৩

" পলাশিতে আজি যেই ধবল জলদ,
ভারত অদৃষ্টাকাশে হইল সঞ্চার ;
তিল তিল বৃদ্ধি হয়ে এ শ্বেত নীরদ,
ধরিবে ভীষণ মহামেঘের আকার ;
জুড়িয়া ভারত-ভূমি হবে অন্ধকার,
বহিবে প্রলয়-ঝড়, ভীম প্রভঞ্জন ;
যত পুরাতন রাজ্য হবে ছারখার ;
উড়িয়া যাইবে রাজা, রাজ্য, সিংহাসন ;
কিন্তু এই ঝড় যবে হইবে অন্তর,
ভাসিবে ভারতাকাশে শান্তি-সুধাকর।

১৪

" শ্বেত দ্বীপ, আজি তব কি সুখের দিন!
যে রত্ন হইল তব মুকুট-ভূষণ,
একেবারে হয়ে হিংসা আশার অধীন,
সমুদয় ইউরোপ করিবে দর্শন;
যাও তবে সমীরণ, ঝড়বেগ ধরি,
বহ এই শুভবার্ত্তা ইংলণ্ড-ঈশ্বরে;
শুনিয়া সাগরমধ্যে শ্বেতাঙ্গ সুন্দরী
নাচিবে, মরাল যেন নীল সরোবরে;
হইবে সমস্ত দ্বীপ প্রতিধ্বনিময়,
গম্ভীরে সাগরে গাবে ইংলণ্ডের জয়।

১৫

" আর ভারতের?—সেই চির-অধীনীর?
ভারতেরো নয় আজি অসুখের দিন,
পশিয়া পিঞ্জরান্তরে, বন-বিহগীর,
কিবা সুখ, কি অসুখ? সমান অধীন!
পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস; অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হতে সুখী সমধিক;
চাহিনা স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
মুহূর্ত্তেক যদি পাই স্বাধীন জীবন!

১৬

" ভারতের নয় আজি অসুখের দিন;
আজি হতে যবনেরা হলো হতবল,
কিবা ধনী মধ্যবিত কিবা দীন হীন,
আজি হতে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল।
ফুরাইল যবনের রাজ্য-অভিনয়;
এতদিনে যবনিকা হইল পতন;
করাল কালের গর্ভে, বিস্মৃতি-আলয়ে,
অচিরে যবনরাজ্য হইবে স্বপন;
পুনর্ব্বার যবনিকা উঠিবে যখন,
প্রবেশিবে অভিনব অভিনেতৃগণ।

১৭

" আজি উচ্ছ্বসিত মনে হতেছে স্মরণ,—
অঙ্কে অঙ্কে এই দীর্ঘ অভিনয় কালে,
কত সুখ, কত দুঃখ, কত উৎপীড়ন,
লিখিয়াছিলেন বিধি ভারত-কপালে;
দুঃখিনীর কত অশ্রু হায়! অনিবার,
ঝরিয়াছে প্রিয়তম তনয়ের তরে;
কত অত্যাচার হায়! কত অবিচার,
সহিয়াছে অভাগিনী পাষাণ অন্তরে;
এখনো শরীর কাঁপে স্মরি অত্যাচার,
করাল-কৃপাণ-মুখে ধর্ম্মের বিস্তার।

১৮

" কিন্তু বৃথা,—নাহি কায সুদীর্ঘ কথায় ;
জানি আমি যবনের পাপ অগণিত ;
জানি আমি ভায়নক অত্যাচারে হায়!
ইতিবৃত্ত-প্রতিপৃষ্ঠা আছে কলুষিত ;
আছে,—কিন্তু হায়! এই কলঙ্কসাগরে,
ছিল না কি স্থানে স্থানে রতননিচয়,—
চিরোজ্জ্বল! ইতিহাসে রক্ষিত আদরে?
ছিল কি সম্রাট্ মাত্র সম হৃশংসয়?
পাপী আরঙ্গজীব, আল্লাউদ্দিন পামর
ছিল যদি, ছিল না কি বাবর, আকবর?

১৯

" ঝোলে বলে দিবসের অঞ্চলে গোধূলি,
যতই তমসা বলে বোধ হয় মনে,
না থাকিলে রবি— বিশ্ব-নয়নপুতলী,—
দিবা বলে বোধ হতো নিশার তুলনে ;
স্বাধীন অপক্ষপাতী আর্য্যরাজ্য পরে,
তেমতি যবনরাজ্য ;—স্বজাতিপ্রবণ—
যতই কলঙ্কে খ্যাত, কিছু স্থানান্তরে
এত কলুষিত বোধ হবে না কখন ;
সন্দেহ, হইত কি না রাবণ ঘৃণিত,
রামের ছায়াতে যদি না হতো চিত্রিত।

২০

" কি কায সে সুখ দুঃখ করিয়া স্মরণ,
ক্ষত হৃদয়ের ব্যথা জাগায়ে আবার?
ক্রমে ওই নিশীথিনী-ছায়ার মতন,
যবনের হতভাগ্য হতেছে সঞ্চার ;
আরঙ্গজীব অন্তসনে, অলক্ষিতে হায়!
প্রবেশিল যে গোধূলি মোগল-সংসারে,
উত্তরিল নিশা আজি ; ঢাকিবে ত্বরায়—
প্রকাণ্ড যবনরাজ্য নিবিড় আঁধারে ;
দিল্লি, মুরসিদাবাদ, হইবে এখন,
যবনের গৌরবের সমাধিভবন।

২১

" ছিল না ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে এই ধরাতলে
সমকক্ষ যবনের,—বীর পরাক্রম
অস্তাচল হৈতে খ্যাত উদয়-অচলে ;
সে বীরজাতির এই দৃঢ় সিংহাসন,
ছিল পঞ্চশত বর্ষ হীমাদ্রি মতন,
অচল অটল রাজনৈতিক সাগরে ;
কে জানিত আজি তাহা হইবে পতন
বাঙ্গালির মন্ত্রণায়, বণিকের করে?
কিম্বা ভাগ্যদোষে যদি বিধি হয় বাম,
শেলপাতা বাজে বুকে শেলের সমান।

২২

" পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে যে জাতি দুর্ব্বার,
বিক্রমে ভারতরাজ্য করিল স্থাপন ;
তাহাদের সন্তান কি যত কুলাঙ্গার,
হারাইল আজি যারা সেই সিংহাসন ?
ছিল যেই জাতি শ্রেষ্ঠ শৌর্য্য বীর্য্যে রত,
সদা তরবারি করে, সদা রণস্থলে ;
সেই জাতি এবে মগ্ন বিলাসে সতত ;
ঝুলিতেছে দিবা নিশি রমণী-অঞ্চলে ;
কিছুদিন পরে আর,—বিধির বিধান,—
ক্রীড়াপটে বিরাজিবে মোগল পাঠান ! "

২৩

অথবা অভাগাদেরে দোষ অকারণ,
দোষ বিধি, দোষ মন্দভাগিনী ভারত,
চিরস্থায়ি কোন রাজ্য ভারতে কখন
হইবে না, চিরস্থির নক্ষত্র যেমত ;
না জানি কি গুপ্ত বিষ ভারত-সলিলে
ভাসে সদা, বহে স্নিগ্ধ মলয় পবনে ;
তেজোময় বীরসিংহ ভারতে পশিলে,
কামিনী-কোমল হয় তার পরশনে ;
ইন্দ্রিয়লালসা বহে সবেগে ধমনী,
বীর্য্য হয় ভোগলিপ্সা, পুরুষ রমণী।

২৪

প্রবেশিল যে বীরত্ব স্রোত দুর্নিবার,
আর্য্যজাতি সনে এই ভারত ভিতরে,
কি রত্ন না ফলিয়াছে গর্ভেতে তাহার ?
তুচ্ছ এক কহিনুর, মুকুটে আদরে
পরেন ইংলণ্ডেশ্বরী ;—তৃতীয় নয়ন
উমার ললাটে যেন ; ভারত তোমার
(কতশত কহিনুরে) পূজেছে চরণ
আর্য্য-মন-রত্নাকর দিয়ে উপহার ;
ভারতে যখন বেদ হইল সৃজন,
ভাঙ্গে নাই রোমাণের গর্ভস্থ স্বপন।

২৫

যেই জাতি অস্ত্রবলে কাটিয়া ভূধর,
অনন্ত অজেয় সিন্ধু করিল বন্ধন ;
রোধিত যাদের অস্ত্রে শূন্যে প্রভাকর,
পাতালে কাঁপিত ডরে বসুধাবাহন ;
যাহাদের তীক্ষ্ণ শরে গগণ ভেদিয়া,
কনকচম্পকরাশি করিল হরণ ;
যাহাদের গদাঘাতে বেড়ায় ঘুরিয়া,
অনন্ত আকাশ পথে সহস্র বারণ ;
যাহাদের কীর্ত্তিকথা অমৃতসমান,
এখনো মানবজাতি সুখে করে পান।

২৬

হে বিধাতঃ! কোন্ পাপ করিল সে জাতি?
কেন তাহাদের হলো এত অবনতি?
যেই সিংহাসনে, বীর রাবণ-অরাতি
বিরাজিত, বিরাজিত কুরুকুলপতি;
—সঙ্খ্যাতীত নরপতি-প্রণামে যাহার
চরণে হইয়াছিল মুকুট অঙ্কিত,—
কুরুক্ষেত্রজয়ী বীর দয়ার আধার,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ছিল বিরাজিত;
বসিল,—লজ্জার কথা বলিব কেমনে!—
যবনের ক্রীত দাস সেই সিংহাসনে!

২৭

"বিনা যুদ্ধ নাহি দিব সূচ্যগ্র-মেদিনী"
এই মহাবাক্য যার ইতিহাস গত;
সেই জাতি, করি বঙ্গ চিরপরাধিনী,—
কি বলিব বোধ হয় স্বপনের মত,—
সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে,
সোণার বাঙ্গালারাজ্য দিল বিসর্জ্জন!
সূচ্যগ্র-মেদিনী-স্থলে, অম্লান অন্তরে
সমগ্র ভারত আহা! করি সমর্পণ
বিদেশীকে, আছি সুখে; জানে ভবিষ্যত
এই অবনতি কোথা হবে পরিণত।

২৮

সেই দিন যেই রবি গেলা অস্তাচলে,
ভারতে উদয় নাহি হইল আবার;
পঞ্চশত বর্ষ পরে দূর নীলাচলে,
ঈষদে হাসিতে ছিল কটাক্ষ তাহার;
কিন্তু পলাশিতে যেই নিবিড় নীরদ;
করিল তিমিরাবৃত ভারতগগণ,
অতিক্রমি পুনঃ এই অনন্ত জলদ,
হইবে কি সেই রবি উদিত কখন?
জগতে উদয় অস্ত প্রকৃতি নিয়ম;
কিম্বা জলধরচ্ছায়া থাকে কতক্ষণ।

২৯

যে আশা ভারতবাসী চিরদিন তরে,
পলাশির রণরক্তে দিয়ে বিসর্জ্জন,
বলে না, স্মরে না, ভেবে ভাবে না অন্তরে;
কম্পনে, সে কথা মিছে কহ কি কারণ?
থাকুক্ পলাশিক্ষেত্র এখন যেমন;
থাকুক্ শোণিতে সিক্ত হত যোদ্ধৃবল;
প্রত্যহ ভারত অশ্রু হইয়া পতন,
অপনীত হবে এই কলঙ্ক সকল;
চল যাই মুহূর্ত্তেক করিগে দর্শন,
কোথায় সিরাজদ্দৌলা, কি ভাবে এখন।

পঞ্চমসর্গ।

শেষ আশা।

১

মুরশিদাবাদে আজি আমোদ মোহিনী,—
নাচিয়া বেড়ায় সুখে প্রতি ঘরে ঘরে,
পরিয়াছে দীপমালা যামিনী কামিনী,
ভাসিতেছে রাজধানী সঙ্গীতসাগরে ;
অহিফেণ টেনে মিরজাফর পামর,
ঢুলু ঢুলু করিতেছে আরক্ত লোচন,
"উড়িষ্যা বেহার বঙ্গ—ত্রিদেশ-ঈশ্বর"
বলিয়া পলাশিজেতা করিছে বরণ ;
লভেছে পাতিয়া, সেই ঊর্ণনাভ ফাঁদ,
তীর্থযাত্রা উপদেশ ধূর্ত্ত উমিচাঁদ।

২

নিমীলিত নেত্রদ্বয় ; মুখশ্রী গম্ভীর ;
পড়েছে জলদচ্ছায়া চৌষট্টি কলায় ;
নিরখিতে যেই চন্দ্র নেত্রপদ্মিনীর,
উন্মীলিত হতো, আজি রাহুগ্রস্ত হায় !
পরিধান পট্টবস্ত্র ; উত্তরীয় গলে ;
অশিবব্যঞ্জক শ্মশ্রু—আবৃত বদন—
(দীর্ঘকারাবাস হেতু) ; তপস্যার ছলে
জানুপরি কর, করে অঙ্গুলি সংযম।
এ রূপে মন্দির দুর্গে বসিয়া পূজায়,
কৃষ্ণনগরের পতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

৩

এ নহে সামান্য পূজা, প্রাণদণ্ড তরে
প্রেরিয়াছে রাজ আজ্ঞা সিরাজদ্দৌলায় ;
হতভাগ্য নরপতি পূজা শেষ করে,
সহিবেক রাজদণ্ড যমদণ্ডপ্রায় ;
যতক্ষণ পূজা হায় ! ততক্ষণ প্রাণ ;
সেই হেতু নরপতি পূজায় মগন,
সেই ধ্যানে রাজর্ষির নাহি বাহ্য জ্ঞান,
ক্ষণে ক্ষণে শুধু দীর্ঘ নিশ্বাস পতন !
পবন স্বননে ত্রস্তে মিলিছে নয়ন,
মনে ভাবি ক্লাইবের সৈন্য-আগমন !

৪

কল্পনে, মুরশিদাবাদে আইস ফিরিয়া,
হেন উৎসবের দিনে ছাড়িয়া নগর,
কে যায় কোথায়? মঞ্জু নিকুঞ্জ ছাড়িয়া
কে প্রবেশে অন্ধকার কানন ভিতর?
উঠিছে আকাশপথে, নগর হইতে
যেই আলোকের জ্যোতিঃ তিমির উজলি,
বোধহয় দিগ্‌দাহ, অথবা নিশীথে
জ্বলিতেছে দাবানলে দূরবনস্থলী।
উৎসবের কোলাহলে দূরে হয় জ্ঞান,
আমোদকাননে যেন ছুটেছে তুফান।

৫

"পলাশির যুদ্ধ" আজি সহস্র জিহ্বায়
ঘোষিতেছে জনরব প্রভঞ্জন গতি;
"পলাশির যুদ্ধ" আজি মর্ম্মরে পাতায়,
স্বনিতেছে সমীরণে, গায় ভাগীরথী;
"পলাশির যুদ্ধ" শত সহস্র নয়ন
চিত্রিতেছে অশ্রুজলে সহস্রধারায়;
"পলাশির যুদ্ধ" কত প্রফুল্ল বদন
হাসিতেছে মনসুখে; লিখিছে ধাতায়
"পলাশির যুদ্ধ" ওই বসিয়া অম্বরে,
ভারত-অদৃষ্ট-গ্রন্থে অমর অক্ষরে!

৬

স্থানে স্থানে সমবেত নাগরিকগণ,
করিতেছে পলাশির যুদ্ধ আলোচনা;
তাহাদের মধ্যে সত্যপ্রিয় কত জন,
প্রশংসিছে ক্লাইবের বীর্য্য বীরপণা;
যাহাদের সমধিক কল্পনা প্রবল,
তাহাদের মতে কোন মহামন্ত্রবলে,
ক্লাইব বঙ্গীয় সেনা রণে হতবল
করিয়াছে, যত উপদেবতার বলে।
মুখের কল্পনাস্রোত হলে উচ্ছ্বসিত,
যত অসম্ভব তাহে হয় সম্ভাবিত।

৭

শুষ্ক উপনদীতেও বরিষার কালে,
প্রভূত সলিল যথা হয় প্রবাহিত,
তেমতি উৎসবে এই পুরী-অন্তরালে,
বীথিতেও জনস্রোত আজি সঞ্চারিত;
অভিষেক উপলক্ষে মিরজাফরের,
সুসজ্জিত রাজহর্ম্ম্য, অবারিত দ্বার।
রাজপ্রাসাদের সজ্জ, নব নবাবের
নূতন সভার শোভা,—আমোদভাণ্ডার!—
দেখিতে শুনিতে ওই দর্শক অশেষ
দীর্ঘস্রোতে রাজদ্বারে করিছে প্রবেশ।

৮

সম্মুখে বিচিত্র সভা আলোকে খচিত,
অমরাবতীর শোভা সৌরভে পূরিত ;
বিগত বিপ্লবে হায়! করেনি কিঞ্চিৎ
রূপান্তর,—সেই রূপ আছে সুসজ্জিত ;
সেই রঙ্গভূমি, সেই আলোকের হার,
সেই সজ্জা, সেই শোভা, সেই সভাজন ;
সেই বিলাসিনীবৃন্দ করিছে বিহার ;
সেই রাজচ্ছত্রদণ্ড, সেই সিংহাসন,
সেই নৃত্য, সেই গীত, রয়েছে সকল ;
হায়! সে সিরাজদ্দৌল্লা নাহিক কেবল!

৯

মিরজাফরের আজি সার্থক জীবন ;
ভূতলে যুনানী স্বর্গ আজি অনুভব ;
যেই সিংহাসনচ্ছায়া আঁধারে তখন
ছিল লুকাইয়া, আজি—হায়! অসম্ভব—
সেই মিরজাফরের, সেই সিংহাসন।
স্তাবকে বেষ্টিত হয়ে বসে সভাতলে,
অহিফেণে সঙ্কুচিত যুগলনয়ন :
হৃদয় করিছে স্ফীত চাটুকার-দলে ;
প্রাচীন বয়সে শ্লথশ্রবণবিবরে,
ঢালিছে কোকিলকণ্ঠা কামিনী কুহরে

১০

বিমল সঙ্গীত সুধা ; নাচিছে আবার
সঙ্গীতের তালে তালে ওই বিনোদিনী ;
নাচে যথা শুনি প্রাতে কোকিলঝঙ্কার,
কাননে গোলাপ, কিম্বা সলিলে নলিনী।
তাম্বূলে রঞ্জিত রক্ত অধরযুগলে
ভাসিছে মোহিনী হাসি, এই হাসি হায়!
(রে মিরজাফর, মত্ত কামিনীকৌশলে!)
তুষিয়াছে রাজ্যচ্যুত সিরাজদ্দৌলায় ;
তুমি রাজ্যভ্রষ্ট পুনঃ হইবে যখন,
তব শত্রু অভিষেকে হাসিবে তেমন।

১১

সেই নৃত্যগীতে মিরজাফরের মন
নহে মুগ্ধ ; নহে মুগ্ধ হাসিতে বামার ;
স্তাবকের স্তুতিবাদে হইয়া মগন,
তোষামোদপারাবারে দিতেছে সাঁতার ;
কথা পলাশির যুদ্ধ—স্তাবক সকলে
বর্ণিছে কেমনে রণে নব বঙ্গেশ্বর
লভিয়াছে সিংহাসন বলে ও কৌশলে।
ইহাদের স্তুতি হলে সত্যের আকর,
ইতিহাসে ক্লাইবের হইত নিশ্চয়,
মিরজাফরের সনে স্থানবিনিময়।

১২

স্তাবকের স্তুতিবাদে, বিমূর্খ যবন!
যত ইচ্ছা স্ফীত কেন করনা হৃদয়,
সঙ্গীতের তালে ওই নৃত্যকী যেমন
নাচিছে, সেইরূপ তুমিও নিশ্চয়
নাচিবে দুদিন পরে ইংরাজ ইঙ্গিতে;
ভবিষ্যৎ অন্ধ মূর্খ! জান নাই আর,
সমুদ্রে ঝটিকাগ্রস্ত তরণী হইতে
অনিশ্চিত সমধিক—অদৃষ্ট তোমার;
ইংরাজবণিক্ করে জাননি কখন,
পণ্যদ্রব্য হবে এই বঙ্গ-সিংহাসন!

১৩

সুসজ্জিত, সুবাসিত, রম্য হর্ম্ম্যান্তরে,
বিরাজিছে মনসুখে কুমার-মিরণ;
একে সুরা, তাহে সুধা রমণীঅধরে,
অনল সহায় যেন প্রবল পবন।
নিকটে বসিয়া নীচ উপাসক যত,
বর্ণিছে সুবর্ণ রঙ্গে, মিরণ নয়নে
নন্দনকানন-শোভা-পূর্ণ ভবিষ্যত;
মিরণ বসিবে যবে বঙ্গসিংহাসনে,
পার্শ্বিষ্ঠ ভাবিতেছিল স্বহস্তে তখন
কত শত মানবের বধিবে জীবন।

১৪

এমন সময়ে এক পাপ অনুচর,
—লেখা যেন 'নরহন্তা' কপালে তাহার;
পাপে লৌহবর্ম্মাবৃত পাষাণ-অন্তর,
দুষ্প্রবৃত্তি নিবন্ধন বিকৃত আকার,—
নিবেদিল আভূতল নত করি শির,
যোড় করে,—"যুবরাজ! এই অনুচর
ভূতপূর্ব্ব নবাবের যত্নমহিষীর
শুনেছে রোদন ধ্বনি,—চিত্তদ্রবকর,
জাহ্নবী-তিমির-গর্ভ-খনির ভিতরে
রমণী-রতন-রাশি"—বাক্য নাহি সরে।

১৫

দাঁড়াইল অনুচর স্তম্ভিত অন্তরে,
যেন কেহ অকস্মাৎ গ্রীবা নিষ্পীড়নে
করিয়াছে কণ্ঠরোধ; মুহূর্ত্তেক পরে,—
"যুবরাজ হায়! এই উদর কারণে
কত হত্যা কত পাপ করিছি সাধন,—
কিন্তু এই শেষ"—চর নীরব আবার—
"অন্ধকারে বিদারিয়া জাহ্নবী জীবন
মুমূর্ষু ব্যঞ্জক যেই নারী-হাহাকার
উঠিল আকাশপথে,—জীবনে, মরণে,
নিরন্তর সেই ধ্বনি বাজিবে শ্রবণে।

১৬

" বলিল সে ধ্বনি যেন নিয়তিবচন
' বিনা দোষে ডুবাইল যত অবলারে,
বিনামেঘে বজ্রাঘাতে মরিবে মিরণ ;' "
নারীহন্তা পাপিষ্ঠের এই সমাচারে,
একটি বিদ্যুতজ্যোতিঃ মিরণশরীরে
আপাদ মস্তক যেন হলো সঞ্চালিত ;
স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ—চাহিয়া প্রাচীরে ;
মাদকে অবশ দেহ হইল কম্পিত ;
ইংরাজের বীরকণ্ঠ উঠিল ভাসিয়া,
হেন কালে "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রো" বলিয়া !

১৭

ইংরাজ-শিবির-শ্রেণী অদূর উদ্যানে,
দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে নৈশ অন্ধকারে ;
শোভিছে নক্ষত্র যথা নিদাঘ-বিমানে,
শোভিছে আলোকরাশি উদ্যান-আঁধারে ;
শূন্য করি বাঙ্গালার রাজ্যের ভাণ্ডার,
বহুমূল্য রাশীকৃত সঞ্চিত রতন,
খুলিয়াছে ইংরাজের আমোদ-বাজার,
সুখের সাগরে চিত্ত হয়েছে মগন ;
বাঙ্গালার রাজকোষ,—মণিপূর্ণ খনি—
নিবিড় তমসে মাত্র পূর্ণিত এখনি।

১৮

হায় ! মাতঃ বঙ্গভূমি ! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণ-প্রসূ বিধি করিল তোমারে ?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়,
পরাণে বধিতে হায় ! মধুমক্ষিকারে ?
পাইত না অনাহার-ক্লেশ মক্ষিকায়,
যদি মকরন্দ নাহি হতো সুধাসার ;
স্বর্ণ-প্রসবিনী যদি না হইতে হায়,
উঠিত না বঙ্গে আজি এই হাহাকার !
আফ্রিকার মরুভূমি, সুইস্ পাষাণ,
হতে যদি, তবে মাতঃ ! তোমার সন্তান

১৯

হইত না এইরূপ ক্ষীণকলেবর ;
হইত না এইরূপ নারী-সুকুমার ;
ধমনীতে প্রবাহিত হতো উগ্রতর
রক্তস্রোত ; হতো বক্ষঃ বীর্য্যের আধার,
আজি এই বঙ্গভূমি হইত পূরিত
সজীব পুরুষরত্নে ; দিগ দিগন্তর
বঙ্গের গৌরবসূর্য্য হতো বিভাসিত ;
বাঙ্গালার ভাগ্য আজি হতো অন্যতর ;—
কম্পনে ! সে দুরাশায় কায নাই আর,
ব্রিটিস শিবির এই সম্মুখে তোমার !

২০

একটি শিবিরমধ্যে টেবিল বেষ্টিয়া
বিরাজিছে কাষ্ঠাসনে যুবা কত জন,
যেই বীর্য্য আসিয়াছে পলাশি জিনিয়া,
সুরাহস্তে পরাজিত হয়েছে এখন ;
ভগ্ন কাঁচপাত্র, শূন্য সুরার বোতল,
যায় গড়াগড়ি পাশে ; তা সবার সনে
কত বীরবর হয়ে আনন্দে বিহ্বল,
বিস্মৃতির ক্রোড়ে ন্যস্ত ভূতল-শয়নে ;
ত্রিভঙ্গ করিয়া অঙ্গ কেহ বা উঠিতে,
সুরার লহরী পুনঃ ফেলিছে ভূমিতে।

২১

শ্রেণীবদ্ধ কাঁচপাত্র টেবিল-উপরে
বিরাজিছে—শূন্য কিম্বা অর্দ্ধশূন্য সব ;
এই পূর্ণ করিতেছে বোতল-নির্ঝরে ;
মধুর নিক্কণে এই—সুমধুর রব !—
প্রণয়মিলনে সবে চুম্বি পরস্পরে
উঠিল—হইয়া শূন্য যেন ইন্দ্রজালে—
উত্তরিল বজ্রনাদে টেবিল উপরে ;
সুরাসঙ্কোচিত রক্তনেত্রে হেন কালে,
মদিরামার্জ্জিত কণ্ঠে যুবক সকল,
আরম্ভিল উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত সরল।

২২

গীত।

এ সুখের দিনে প্রফুল্ল অন্তরে,
গাও মিলি সবে ব্রিটনের জয় ;
বীরপ্রসবিনী পৃথিবী ভিতরে,
ভূতলে অজেয় ব্রিটনতনয় ;
ব্রিটনের কীর্ত্তি করিতে প্রচার,
পিয়ে এই গ্লাস অমৃত-আসার,
গাও সবে মিলি গাও তিনবার,—
হিপ্—হিপ্—হুর রো
হিপ্—হিপ্—হুর রো
হিপ্—হিপ্—হুর রো।
ভূপতির শ্রেষ্ঠ ব্রিটন-ঈশ্বর,
সমুদ্র—রাজ্যের পরিখা যাঁহার ;
জিনিয়া অনন্ত অসীম সাগর,
দ্বিতীয় জর্জ্জের মহিমা অপার ;
দীর্ঘজীবী তাঁরে করুন ঈশ্বরে,
পান কর সবে এ কামনা করে,
গাও তিনবার প্রফুল্ল অন্তরে,—
হিপ্—হিপ্—হুর রো
হিপ্—হিপ্—হুর রো
হিপ্—হিপ্—হুর রো।

জিনিয়াছি সবে যেই সিংহবলে,
পলাশির রণ হাসিতে হাসিতে ;
গাও জয় তাঁর, ধ্বনি কুতূহলে
উঠুক আকাশে ভূতল হইতে ;
ঢাল সুরা ঢাল আর একবার,
সুদীর্ঘ জীবন হউক তাঁহার,
পান কর সুখে গাও তিনবার,—
হিপ্—হিপ্—হুর রো
হিপ্—হিপ্—হুর রো
হিপ্—হিপ্—হুর রো।
ডুব ডুব করি ঢাল এইবার,
এবার অমূঢ়া ব্রিটিসললনা ;
স্মরি শ্বেতবক্ষঃ হিমানী-আকার,
রক্তওষ্ঠাধরা, শ্বেতবরাননা,
স্মরিয়া নয়ন বিলাস-আধার,
শূন্য কর সবে গ্লাস এইবার,
গাও উচ্চৈঃস্বরে গাও তিনবার,—
হিপ্—হিপ্—হুর রো
হিপ্—হিপ্—হুর রো
হিপ্—হিপ্—হুর রো।

—

২৩

নীরব নিশীথে এই আনন্দের ধ্বনি
উঠিল গগণপথে ; নৈশ সমীরণে
ভাসিল সে ধ্বনি ; ক্রমে হলো প্রতিধ্বনি
উদ্যান-অদূরস্থিত ইষ্টকভবনে ;
সমীপ পাদপে সুপ্ত বিহঙ্গনিচয়,
জাগিল সে ভীমনাদে কলরব করি ;
জাগিল গৃহস্থগণ হইয়া সভয়,
তস্করের সিংহনাদ মনে স্থির করি ;
প্রবেশিল এই ধ্বনি মিরণ-শ্রবণে
সভাতলে ; কারাগারে একটি রমণী

২৪

চিন্তা-অভিভূত তন্দ্রা ভাঙ্গিলে, অমনি
জাগিল সত্রাসে বামা ; সিরাজদ্দৌলার
শিবির-সঙ্গিনী হায়, সেই বিষাদিনী !
বিষাদজলদে আরও গাঢ়তা সঞ্চার
হইয়াছে রমণীর ; অশ্রু বরিষণে
লিখেছে যুগলরেখা কপোল-কমলে ;
নাহি সে বিলাসজ্যোতিঃ যুগল নয়নে ;
পশিয়াছে কীট ওষ্ঠ বাঁধুলীর দলে ;
সে নয়ন, সে বরণ, অতুল বদন,
ছায়ামাত্রে পরিণত হয়েছে এখন !

২৫

সুকুমার দেহলতা কোমলতাময়,
চিন্তার তরঙ্গোপরি ভাসি বহুক্ষণ,
না নিদ্রিত, না জাগ্রত, অবশ হৃদয়,
পড়েছিল ধরাতলে অবসন্ন মন ;
বিজাতীয় গীতধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
দাঁড়াইয়া তীরবৎ কাঁপিতে লাগিল ;
আপন সর্ব্বস্ব ধন করিতে হরণ,
আসিতেছে দস্যুবৃন্দ মনেতে ভাবিল ;
সঙ্গীতের ধ্বনি মনে সিংহনাদ গণি,
ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল রমণী !

২৬

কিছুক্ষণ পরে বামা হয়ে সচেতন,
ভাবিতে লাগিল,—"আহা! প্রাণেশে আমার,
নিশ্চয় এসেছে দস্যু করিতে নিধন ;
জন্মের মতন নাথে দেখি একবার,"—
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে উন্মাদিনীপ্রায়,
অবরুদ্ধ কক্ষ হতে হইতে নির্গত,
অমনি কপালে দৃঢ় কপাটের ঘায়,
পড়িল ভূতলে ছিন্ন কদলীর মত ;
ছুটিল শোণিতস্রোত তিতিয়া কপাল,
ভাসিল লোহিত জলে সোণার মৃণাল।

২৭

হায় রে অদৃষ্ট ! যেই রমণী-শরীর,
সুকুমার-শয্যোপরে হইয়া শায়িত,
হইত ব্যথিত, একি নির্ব্বন্ধ বিধির !
ইষ্টক-উপরে ওই আছে নিপতিত ;
পিপীলিকা-দন্তাঘাতে, বেষ্টিয়া যাহারে
শুশ্রূষা করিত শত পরিচারিকায় ;
আজি সে যে নিদারুণ লোহার প্রহারে,
মূর্চ্ছাপন্ন একাকিনী ইষ্টক-শয্যায় ;
রাজরাণী পড়ে হায় ! ভিখারিণী মত,
সোণার কমল আহা ! এইরূপে ক্ষত !

২৮

যায় নাই প্রাণ,—প্রাণ যাইবে বা কেন ?
এত স্বল্পস্থায়ি নহে দুঃখের জীবন ;
দুঃখীর মরণ হলে স্বপ্নে সিদ্ধ হেন,
ধরার অর্দ্ধেক দুঃখ হইত স্বপন ;
যায় নাই প্রাণ ;—বামা কিছুক্ষণ পরে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি জাগিল আবার ;
লৌহাঘাত, রক্তপাত, ধরার উপরে—
নাহি কিছু জ্ঞান ;—কিসে প্রাণেশে উদ্ধার
করিবে ভাবিছে মনে ; কিসে একবার
লইবে হৃদয়ে সেই প্রেম-পারাবার।

২৯

" হে বিধাতঃ ! " শোকে সতী নিবিড় আঁধারে
বলিতে লাগিল ধীরে করি যোড় কর ;
চাহি ঊর্দ্ধপানে, ভাসি নয়ন-আসারে,
অশ্রু সহ রক্তবিন্দু ঝরে দরদর ;—
" হে বিধাতঃ ! দুঃখিনীরে এবে দয়া কর,
আর এ যাতনা নাহি সহে নারীপ্রাণ,
জানি আমি পতি মম নৃশংস পামর,
হৃদয় পাষাণ তাঁর ; কিন্তু সে পাষাণ
দুঃখিনীরে বাসে ভাল ; দুঃখিনী তেমন
করিয়াছে সে পাষাণে আত্মসমর্পণ।

৩০

"কহ কোন মন্ত্র, বিধি, দুঃখিনীর কাণে
যার বলে ওই রুদ্ধ কপাট-অর্গল
খুলিবে পরশে মম ; যেমতি বিমানে
খোলে, পরশনে ঊষা-কর সুকোমল,
ধীরে পূর্ব্বাসার দ্বার নীরবে প্রভাতে ;
অথবা যে বিধি হায় ! নিষ্ঠুর এমন,
দিয়া রাজ্য সিংহাসন বিপক্ষের হাতে,
বঙ্গেশ্বরে কারাগারে করিল প্রেরণ ;—
নরহন্তা-হস্তে,——মরি বুক ফেটে যায়,
সে বিধির কাছে কাঁদি কি হইবে হায় !

৩১

" সতী নারী আমি, মম পতিগত প্রাণ,
অবশ্য খুলিবে দ্বার মম পরশনে ;
প্রকৃত-প্রণ-পথে হয় তিরোধান,
পর্ব্বত, সমুদ্র, বন ; তাহার তুলনে
তুচ্ছ ওই ক্ষুদ্র দ্বার,"—বলি উন্মাদিনী
টানিতে লাগিল দ্বারে সুকুমার করে,
যেমতি পিঞ্জরবদ্ধ বনবিহঙ্গিনী,
চঞ্চুতে কাটিতে চাহে লোহার পিঞ্জরে ;
রমণীর কর-রক্তে দ্বার কলঙ্কিল,
রমণীর কত অশ্রু কপাটে ঝরিল।

৩২

" রে পাপিষ্ঠ নরাধম নৃশংস মিরণ !
হরি রাজ্য সিংহাসন ওরে দুরাচার !
তোর পাপতৃষা কিরে হলো না পূরণ ?
রমণীর প্রতি শেষে এই অত্যাচার !
বরঞ্চ ত্যজিব প্রাণ এই কারাগারে,
লইব পাতিয়া বুকে উলঙ্গ কৃপাণ,
তথাপি এ রমণীর প্রেমপারাবার,
বিন্দুমাত্র বারি তোরে করিবেনা দান ;
যে চাহে পশুত্ব-বলে রমণী-প্রণয়,
অনলে সে চাহে জল, পাষাণে হৃদয় !"

৩৩

লৌহের কপাট, দৃঢ় লৌহের অর্গল,—
খুলিল না রমণীর করুণ রোদনে ;
দ্রবিল না দুঃখিনীর ঝরি অশ্রুজল ;
বৃথাশ্রমে বিষাদিনী অবসন্ন মনে
বসিল ভূতলে ; আহা ! শিথিল শরীর,
আশ্রয়বিহীন চারুলতার মতন,
পড়িল ভূতলে ক্রমে হইয়া অধীর ;
নেত্রপথে শোকস্রোত করি উন্মোচন,
যুড়াতে হৃদয় হলো সঙ্গীতে মগন।

৩৪

গীত।

আর এ যন্ত্রণা মম প্রাণে সহেনা,
বিধাতার মনে ছিল এত বিড়ম্বনা ;
ছিলেম রাজরাণী,
হলেম্ ভিখারিণী·
কারাগারে মরে শেষে দুঃখিনী ললনা ;
গেল সিংহাসন,
গেল পতি ধন,
দুঃখের জীবন কেন তবু যায় না ;
হৃদয়-মৃণালে
প্রাণেশ-কমল,
তাহারে হরিলে কিসে বাঁচে পতি-প্রাণা ;

তুচ্ছ সিংহাসন,
তুচ্ছ রাজ্য ধন,
কেবল প্রাণেশ মম হৃদয়-বাসনা।

৩৫

নীরব অবনী ; নিশি দ্বিতীয় প্রহর ;
নীরব নিদ্রিত পুরী ; আমোদ তুফান,
বিলোড়ন করি পুরী,—এবে স্থিরতর ;
হয়েছে নগর যেন অবসন্নপ্রাণ ;
প্রহরীর পদশব্দ ; ঝিল্লির ঝঙ্কার ;
পবনে শঙ্কিত দূর সারমেয়-রব ;
কেবল মধুর স্বনে সমীরসঞ্চার
কারা-বাতায়নে ; আর সকলি নীরব ;
বৃথা এ নিশীথে নারী-স্বর মুগ্ধকরী,
নির্জ্জন কাননে যেন কাকলী-লহরী।

৩৬

কারাগার-কক্ষান্তরে গভীর নিশীথে,
কে ও দাঁড়াইয়া ওই অবনত মুখে ?
বাতায়ন-কাষ্ঠে বক্ষ, নেত্র পৃথিবীতে,
শ্মশ্রু বেয়ে অশ্রুধারা পড়িতেছে বুকে ?
কেবল অভাগা হায় ! একতান মন,
শুনিয়াছে রমণীর বিষাদ-সঙ্গীত ;
করিয়াছে প্রতিপদে অশ্রু বরিষণ ;
প্রতিতানে চিত্ত তার হয়েছে দ্রবিত ;

যেন পদে পদে ক্রমে আয়ু হয় ক্ষয়,
শেষ তানে জীবনের হইয়াছে লয়।

৩৭

প্রস্তর-পুতুল যেন গবাক্ষে স্থাপিত,
হতভাগা দাঁড়াইয়া রয়েছে এখন ;
অস্পন্দ শরীর, সর্ব্ব ধমনী স্তম্ভিত,
অনিশ্বাস, অপলক, নাসিকা, নয়ন ;
তুমুল ঝটিকা বেগে কিন্তু স্মৃতিপথে,
বহিতেছে জীবনের ঘটনানিচয় ;
সুখের শৈশবকাল, কৈশোর সুরতে,
বঙ্গসিংহাসন, ঘোর অত্যাচারচয়,
প্রজার বিরাগ, পরে পলাশি-সমর,
পরাজয়, পলায়ন, ধৃত, কারাঘর।

৩৮

অবশেষে প্রিয়তম-পত্নী-কারা-বাস ;
একে একে সব মনে হইল উদিত ;
শেষ চিন্তা,—দাবানলে ছুটিল বাতাস ;
চিন্তায় মস্তিষ্ক এবে হইল পূর্ণিত।
সহিতে না পারি যেন এই গুরু ভার,
ভূতলে পতিত হলো শ্লথ-কলেবর ;
কমলিনীদলনিভ শয্যায় যাহার
সতত শয়ন, তার শয্যা কি প্রস্তর !

অবিচ্ছিন্ন চিন্তারাশি নয়নে তাহার,
ঘোরতর কুঝাটিকা করিল সঞ্চার।

৩৯

কুঝাটিকা ব্যাপ্ত সেই তমিস্র ভিতরে,
নিরখিল হতভাগা মানস-নয়নে,
ভীষণ উন্মত্ত নীল বহ্নির সাগরে ;
প্রচণ্ড তরঙ্গরাশি ভীম আবর্ত্তনে
গর্জ্জিছে জীমূত-নাদে ; নাহি বেলা সীমা ;
ছুটিছে অনল-ঊর্ম্মি দিগন্ত ব্যাপিয়া ;
অতি ভয়ঙ্কর সেই অনল-নীলিমা।
সে নীল তরল বহ্নিসাগরে ভাসিয়া,
অসংখ্য মানবরন্দ, দগ্ধ কলেবর,
অনন্ত কালের তরে দহে নিরন্তর।

৪০

এই দগ্ধ দেহ হতে তরঙ্গ-প্রহারে,
অস্থিহতে মাংসরাশি ফেলিছে খুলিয়া,
উলঙ্গ করঙ্কে পুনঃ, প্রচণ্ড হুঙ্কারে,
দিতেছে স্খলিত মাংস সংলগ্ন করিয়া ;
অনুভব-অতিক্রম দারুণ পীড়ায়,
করিতেছে দগ্ধ দেহ ভীষণ চীৎকার।
এই দৃশ্যে, হাহাকারে, অনল-শিখায়,
কেশরাশিতেও কম্প হলো অভাগার ;

অকস্মাৎ হতভাগা দেখিল তখন,
এ অনল-পারাবারে হয়েছে পতন।

৪১

চিন্তামাত্র অভাগার করঙ্ক ভিতরে,
সংখ্যাতীত কীট যেন হলো সঞ্চালিত;
হুঙ্কারিয়া চতুর্দ্দিক নীল বৈশ্বানরে,
অভাগারে একেবারে করিল গ্রাসিত;
সাঁতারিতে চাহে, কিন্তু দগ্ধ দুই করে
শিলাবৎ অবশতা হয়েছে সঞ্চার,—
যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা!—কম্পিত অন্তরে
উঠিল অভাগা মনে করিয়া চীৎকার।
কক্ষে আলো,—অসি করে সম্মুখে শমন—
চীৎকার করিয়া ভূমে হইল পতন!

৪২

এই কি সিরাজদ্দৌলা? এই সে নবাব
যার নামে বঙ্গবাসী কাঁপে থর থর?
যার এই বঙ্গে ছিল প্রচণ্ড প্রভাব,
সেই কি পতিত আজি ধরার উপর?
কোথায় সে সিংহাসন? পারিষদ্‌গণ?
কোথায় সিরাজ তব মহিষীমণ্ডল?
কোথায় সে রাজদণ্ড? খচিত ভূষণ?
কেন আজি অশ্রুপূর্ণ নয়নযুগল?

এ যে মহম্মদি বেগ, তব অনুচর,
তুমি কেন পড়ে তার চরণ উপর?

৪৩

দুই দিন আগে এই দুর্দ্দান্ত সিরাজ,
চাহিত না মুখ তুলি যেই অনুচরে;
আজি সে নবাব আহা! বিধির কি কায!
কাঁদিছে চরণে তার জীবনের তরে;
শত শত নর পড়ি যাহার চরণে
কাঁদিত, অদৃষ্ট আহা কে দেখে কখন?
সে মাগিছে ক্ষমা; যাহা এ পাপ জীবনে
জানে নাই, শিখে নাই, ভ্রমে বিতরণ
করে নাই,—কি আশ্চর্য্য বিধির বিধান,
যাহার যেমত দান, তথা প্রতিদান।

৪৪

রে পাপিষ্ঠ, দুরাচার, নিষ্ঠুর, দুর্জ্জন!
পায়ে পড়, ক্ষমা চাহ, সকলি বিফল;
কর্ম্মক্ষেত্রে যেই বীজ করেছ বপন,
ফলিবে তেমন তরু অনুরূপ ফল;
আজন্ম ইন্দ্রিয়-সুখ-পাপের মায়ায়,
কি পাপে না বঙ্গভূমি করেছ দূষিত?
নরনারী-রক্তস্রোতে, ভুলেছ কি হায়!
কি পাপকামনা নাহি করেছ পূরিত?

ভাবিতে পরের ভাগ্য-বিধাতা তোমায়,
নিজ ভাগ্যে এই ছিল জানিতেনা হায়!

৪৫

রে নির্দ্দয় অনুচর, কৃতঘ্ন-হৃদয়!
কি কার্য্যে উদ্যত আজি নাহি কিরে জ্ঞান?
কেমনে রে দুরাচার! কেমন নির্ভয়ে,
নাশিতে উদ্যত আজি নবাবের প্রাণ?
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আপনার পাপে,
ডুবিতেছে যেই পাপী কি কাজ তাহারে
বধিয়া আবার? আহা! নিজ অনুতাপে
জ্বলিতেছে যেই জন, অকারণ তারে
কি ফল বলনা প্রাণে করিয়া সংহার?
মরার উপরে কেন খাড়ার প্রহার?

৪৬

ডুবিবে, ডুবিছে, পাপী আপনি আপন;
শৃঙ্গচ্যুত শিলাখণ্ড, ত্যজিয়া শিখর,
পড়ে যবে ধরাতলে, কি কার্য্য তখন
আঘাত করিয়া তার পৃষ্ঠের উপর?
সৌভাগ্য-আকাশ-চ্যুত অভাগা যবন,
ভূতলে পতিত এবে নক্ষত্রের প্রায়;
কি হইবে অভাগারে বধিলে পরাণে,
থাক্ হত গৌরবের পতাকার ন্যায়;

হারাইয়া ধন, মান, রাজ্য, সিংহাসন,
কারাগারে হতভাগা কাটুক জীবন!

৪৭

গভীর নিশীথ; নৈশ প্রকৃতি গভীর
স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া বিশ্ব চরাচর;
কৃষ্ণপক্ষ রজনীর বরণ তিমির,
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে আরো গাঢ়তর;
মাতঃ বসুন্ধরে! হেন নিবিড় নিশীথে,
হিংস্র জন্তুরাও বনে বিবরে নিদ্রিত;
হায়! এ সময়ে কেন ধরা কলঙ্কিতে,
মানবের পাপলিপ্সা হয় উত্তেজিত?
বসুমতি! বঙ্গভূমি! যাও রসাতল,
লইও না এই পাপ পাতি বক্ষঃস্থল।

৪৮

কি করিস্! কি করিস্! ওরে অনুচর!
তুলিস্ না তীক্ষ্ণ অসি, ওরে নৃশংসয়!
ক্ষমা কর্, ক্ষমা কর্, অনুরোধ ধর,
এই পাপে যবনের ঘটিবে নিরয়।
উঠিল উজ্জ্বল অসি করি ঝলমল,
দুর্ব্বল প্রদীপালোকে; নামিল যখন
সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন;

সেই শোণিতের স্রোতে, হইল তখন
বঙ্গ-স্বাধীনতা-শেষ-আশা বিসর্জ্জন!

সম্পূর্ণম্।

শ্রীমুন্সি মওলাবক্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট।

ক—১ম সর্গ ২৫ শ্লোক—

১৮৬৯ ইংরাজির কোন এক সঙ্খ্যক অমৃতবাজার পত্রিকাতে "সিরাজউদ্দৌলার রাজত্ব গেল কেন?" শীর্ষক যে একটি প্রস্তাব প্রকটিত হয়, তাহা হইতে এই ঘটনানিচয় গৃহীত হইল।

খ—২য় সর্গ ২৭ শ্লোক—

মান্দ্রাজে এক দুরন্ত সৈনিককে ক্লাইব 'ডুয়েল' যুদ্ধে হত করেন। এই ঘটনা মেকলিতে সবিস্তার বর্ণিত আছে।

গ—৫ম সর্গ ৩য় শ্লোক—

আমি কোন একজন বঙ্গ সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, পলাশির যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে মঙ্গির দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এ যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁহার প্রাণদণ্ডের অনুমতিও প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু মহারাজ ইষ্টদেবতার পূজা সাঙ্গ করিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে অবকাশ লইয়া এত দীর্ঘ পূজা আরম্ভ করেন যে, এই যুদ্ধ শেষ হইয়া যায় এবং ক্লাইবের দূত যাইয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে। তদবস্থিত মহারাজের একখানি চিত্রপট অদ্যাপি কৃষ্ণনগর-রাজভবনে আছে বলিয়া বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন।

ঘ—৫র্গ ১৬ শ্লোক—

যশহর অবস্থিতি কালে কোন একজন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, মিরজাফর সিংহাসন আরোহণ করিলে তৎপুত্র পাপিষ্ঠ মিরণ দ্বেষ-পরবশ হইয়া সিরাজদ্দৌলার উপপত্নীবৃন্দকে একটি তরণীসহ ভাগী-রথীগর্ভে মগ্ন করে। হতভাগিনীগণ নিমজ্জিত হইবার সময়ে মির-ণকে তিনটি অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল;—প্রথমটি মিরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে; দ্বিতীয়টি, মিরজাফর অচিরে সিংহাসনচ্যুত হইবে; তৃতীয়টি আমার স্মরণ হইতেছে না। এই গল্পটি সত্য কি মিথ্যা তাহা রচয়িতা বলিতে পারেন না, তাহা কাব্যলেখকের জানি-বারও আবশ্যক করে না; কারণ তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক।